এশা। যদি ইহারা মুসাফির না হয়, এবং কছর না করে, তবে, যখন ইমাম দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইবে, আর যদি ইহারা কছর করে কিংবা দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন ফজর, জুমু'আ, ঈদের নামায কিংবা মুসাফিরের যোহর, আছর ও এশার নামায, তবে এক রাকা'আতের পরই এই ভাগ চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল সেখান হইতে আসিয়া ইমামের সাথে নামায পড়িবে, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা ইমামের উচিত। ইমাম যখন বাকী নামায পুরা করিবেন, তখন সালাম ফিরাইবেন, আর ইহারা ছালাম না ফিরাইয়া শত্রু-সম্মুখে চলিয়া যাইবে এবং প্রথম দল এখানে আসিয়া নিজেদের বাকী নামায কেরাআত ব্যতীত শেষ করিবে এবং সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহারা লাহেক্ব। অতঃপর ইহারা শত্রুদের সম্মুখে চলিয়া যাইবে, দ্বিতীয় দল এখানে আসিয়া নিজেদের নামায কেরাআত সহকারে আদায় করিবে এবং সালাম ফিরাইবে; কেননা, ইহারা মসবুক।

১। **মাসআলা ঃ** ছালাতুল খওফের মধ্যে নামাযের নিয়্যত বাঁধা অবস্থায় যাতায়াতকালে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইবে; (কথাবার্তা বলা যাইবে না।) যদি কেহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যাতায়াত করে (বা কথাবাতা বলে বা যুদ্ধ করে,) তবে তাহার নামায টুটিয়া যাইবে। কেননা, ইহা আমলে কাছীর।

( **মাসআলা ঃ** যদি শত্রু পূর্ব দিক দিয়া আসে এবং সেই কারণে পূর্বদিকে মুখ করিতে হয় বা শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ক্বেব্‌লা হইতে বুক ফিরাইলে নামায টুটিয়া যাইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া দ্বিতীয় দলের চলিয়া যাওয়া এবং প্রথম দল আবার এখানে আসিয়া নিজেদের নামায পুরা করা, তারপর দ্বিতীয় দলের এখানে আসিয়া নামায সম্পন্ন করা মোস্তাহাব এবং উত্তম; নতুবা ইহাও জায়েয আছে যে, প্রথম দল নামায পড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া নিজেদের নামায সেখানেই শেষ করার পর শত্রুর সম্মুখে যাইবে, এই দল যখন সেখানে পৌঁছিবে, তখন প্রথম দল নিজেদের নামায সেখানেই পড়িয়া লইবে, এখানে আসিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** নামায পড়ার এই নিয়ম ঐ সময় প্রজোয্য হইবে, যখন সকলে একই ইমামের পিছনে নামায পড়িতে চায়, যেমন দলে কোন বুযুর্গ লোক আছেন সকলেই তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে চায়। নতুবা এই পন্থাই ভাল যে, একদল এক ইমামের পিছনে নিজেদের নামায শেষ করিয়া দুশ্‌মনের সম্মুখে যাইবে, দ্বিতীয় দল অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া পুরা নামায পড়িয়া লইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি শত্রু নিকটবর্তী মনে করিয়া এই নিয়মে নামায পড়া হয় এবং পরে দেখা যায় যে, পূর্বের ধারণা ভুল ছিল, শত্রু নিকটবর্তী হয় নাই, তবে ইমাম ব্যতীত অন্যান্য সকলের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। কেননা, অননুমোদিত কারণে আমলে কাছীর করিলে নামায ফাসেদ হয়।

৫। **মাসআলা ঃ** না-জায়েয যুদ্ধে এধরনের নামায পড়ার অনুমতি নাই! যেমন, বিদ্রোহীরা মুসলমান বাদশাহ্‌র উপর আক্রমণ করিলে কিংবা পার্থিব কোন না-জায়েয উদ্দেশ্যে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিলে এইরূপ আমলে কাছীর মাফ হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ক্বেব্‌লার বিপরীত দিকে নামায পড়িতেছিল ইত্যবসরে শত্রু পলায়ন করিল, তবে তৎক্ষণাৎ ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিবে, নতুবা নামায হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নির্বিঘ্নে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া নামায পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় শত্রুর আবির্ভাব হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের শত্রুমুখী হওয়া জায়েয আছে, ঐ সময় ক্বেব্‌লামুখী হওয়া শর্ত থাকিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** (নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া গেলে) সন্তরণকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত যাইবার মত হয় এবং কিছুকাল (বয়া, বাঁশ ও তক্তা ইত্যাদির সাহায্যে) হাত পা সঞ্চালন বন্ধ রাখিতে পারে, তবে ইশারা দ্বারা নামায পড়িয়া লইবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। আর যদি এইরূপ সম্ভব না হয়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায পরবর্তী সময়ের জন্য রাখিয়া দিবে।

এই পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা হইল, এখন জুমু'আর বর্ণনা লেখা হইতেছে। কেননা জুমু'আ ইসলামের অতি বড় একটি রোকন, কাজেই ঈদের নামাযের পূর্বেই লেখা হইতেছে।

## জুমু'আর নামায

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নামাযের ন্যায় প্রিয় সামগ্রী আর নাই। এই জন্যই কোরআন-হাদীসে নামাযের জন্য যত তাকীদ আসিয়াছে, এত তাকীদ অন্য কোন এবাদতের জন্য নাই। এই নিমিত্তই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত; বরং জন্মের বহু পূর্ব হইতে মৃত্যুর বহু পর পর্যন্ত সেই রাহ্‌মানুর রাহীমের অসংখ্য নেয়ামত অজস্রভাবেই বন্দার উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ শোক্‌র আদায়ের জন্য দৈনিক পাঁচবার নামায সমাপন করা নির্ধারিত হইয়াছে।

সপ্তাহে সাতটি দিন তন্মধ্যে শুক্রবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কেননা, এই দিনেই সবচেয়ে বেশী নেয়ামত মানুষকে দান করা হইয়াছে। এমন কি, আদি মানব হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকেও এই দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাজেই এই দিনে একটি বিশিষ্ট নামাযের হুকুম হইয়াছে।

জমা'আতের নামাযের উপকারিতা এবং ফযীলত পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যতই অধিকসংখ্যক মুসলমান একত্র হইয়া নামায পড়িবে, ততই দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত অধিক হাছিল হইবে। কিন্তু দৈনিক পাঁচবার এক মহল্লার লোকগণ একত্র হইতে পারে, দূরবর্তী সমস্ত মহল্লার বা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকগণ একত্র হওয়া কষ্টকর। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইল যে, বন্দাগণ সপ্তাহে এক দিন সকলে একত্র হইয়া খাছভাবে তাঁহার এবাদত বন্দেগী করুক। পূর্ববর্তী উম্মতগণকেও ঐ দিন এবাদত করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণে উহাতে মতভেদ করিল। এই অবাধ্যতার ফল এই দাঁড়াইল যে, এই মহান সৌভাগ্য হইতে মাহ্‌রূম রহিল এবং এই জুমু'আর ফযীলতও এই উম্মতের ভাগে পড়িল। ইয়াহুদীগণ এই এবাদতের জন্য শনিবার ধার্য করিল এবং নাছারাগণ রবিবার ধার্য করিল। কারণ, রবিবারে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং শনিবারে সমস্ত সৃষ্টিকার্য শেষ হইয়াছিল; (কিন্তু আল্লাহ্‌র মনঃপুত সর্বশ্রেষ্ঠ দিন তাহারা কেহই পাইল না। অবশেষে উম্মতে মোহাম্মদী যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সেইহেতু তাহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন অর্থাৎ শুক্রবার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত অর্থাৎ জুমু'আর নামায ধার্য হইল। এইজন্যই যেখানে মুসলমানের গৌরব ও আধিপত্য আছে, সেখানে শুক্রবার দুনিয়াবি সব কাজ-কারবার বন্ধ রাখিয়া দূর-দূরান্তর হইতে সকলে সকাল সকাল

গোসল করিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিধানপূর্বক সুগন্ধি আতর লাগাইয়া জামে মসজিদে একত্র হইয়া খাছভাবে ঐ দিনটাকে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে।) পক্ষান্তরে যেখানে নাছারার আধিপত্য, সেখানে তাহারা রবিবারে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ দেয় এবং ঐ দিনকে তাহারা পুণ্য দিন বলিয়া মনে করে। এই দিন কাজ কর্ম বন্ধ রাখিয়া এবাদতে মশ্‌গুল হয়।

## জুমু'আর দিনের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** মোসলেম শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দান করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং এই দিনেই কিয়ামত (হিসাব নিকাশের পর পাপীদের দোযখ নির্বাসন ও মু'মিনগণের বেহেশ্‌ত গমন) হইবে।

২। **হাদীসঃ** মসনদে আহ্‌মদে আছে—জুমু'আর রাত্রের ফযীলত শবেক্বদর অপেক্ষাও অধিক। কারণ, এই রাত্রেই হযরত সরওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের অগণিত ও অশেষ মঙ্গল নিহিত।

৩। **হাদীসঃ** বোখারী শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে (সমস্ত দিনের মধ্যে) এমন একটি সময় আছে যে, সেই সময় কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্‌র নিকট যাহাকিছু চাহিবে তাহাই পাইবে।' এই সময়টি যে কোন্ সময় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। হাদীসের ব্যাখ্যাকার ইমামগণ ইহা নির্দিষ্ট করিতে গিয়া অনেক মতভেদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি মতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি এই যে, সেই সময়টি খুৎবার শুরু হইতে নামাযের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় এই যে, সেই সময়টি (আছরের পর,) দিনের শেষ ভাগে আছে। এই দ্বিতীয় মতকে ওলামাদের এক বড় দল গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সপক্ষে বহু ছহীহ্ হাদীস রহিয়াছে। শেখ দেহলভী (রঃ) বলেন—এই রেওয়ায়তটি ছহীহ্, কেননা, হযরত ফাতেমা (রাঃ) জুমু'আর দিন খাদেমকে বলিয়া দিতেন যে, জুমু'আর দিন শেষ হওয়ার সময় আমাকে খবর দিও। হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আছরের পর সব কাজ ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং দো'আয় মশ্‌গুল হইতেন।

৪। **হাদীসঃ** আবূ দাউদ শরীফে আছে—রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, জুমু'আর দিনই সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের দিন। এই দিনেই কিয়ামতের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তোমরা এই দিনে আমার জন্য বেশী করিয়া দুরূদ শরীফ পড়িও। ঐ দিন তোমরা যখন দুরূদ (বা সালাম) পড় তৎক্ষণাৎ তাহা আমার সামনে পেশ করা হয় (এবং তৎক্ষণাৎ আমি তাহার প্রতিউত্তর ও দো'আ দেই)। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সামনে কিরূপে পেশ করা হয় (হইবে)? মৃত্যুর পর তো আপনার হাড় পর্যন্ত থাকিবে না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের জন্য নবীদের শরীর হজম করা হারাম করিয়া রাখিয়াছেন।

**৫। হাদীসঃ** তিরমীযী শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্ পাক স্বীয় পবিত্র কালামে শাহেদ (شاهد) শব্দের কসম করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ—জুমু'আর দিন। আল্লাহ্র নিকট জুমু'আর দিন অপেক্ষা ভাল দিন আর নাই। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, সেই সময়ে যে কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্র নিকট যে কোন দো'আ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিবেন এবং যে কোন বিপদ (মুছীবৎ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট কাঁদাকাটি করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।' شاهد শব্দ সূরায়ে-বুরূজে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিনের কসম খাইয়াছেন। ○ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ অর্থাৎ, বুরূজ বিশিষ্ট আসমানের কসম, প্রতিশ্রুতি ও কিয়ামতের দিনের কসম, শাহেদ (জুমু'আ)-এর কসম, মাশ্হূদ (আরাফাত)-এর কসম।

**৬। হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্র নিকট ঈদুল ফেৎর এবং ঈদুল আয্হা অপেক্ষাও জুমু'আর দিন অধিক মর্যাদাশীল (এবং এই দিনই সমস্ত দিনের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।)—ইবনে মাজাহ

**৭। হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'যে (মু'মিন) মুসলমান বন্দার মৃত্যু জুমু'আর দিনে বা জুমু'আর রাত্রে হয়, আল্লাহ্ পাক তাহাকে গোর-আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।' —তিরমিযী

**৮। হাদীসঃ** ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এক দিন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ○

আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিলেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমার অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তোমাদের দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করিলাম।') তখন তাঁহার নিকট একজন ইয়াহুদী বসা ছিল। ইয়াহুদী (আয়াতের মর্ম বুঝিয়া) বলিল (ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য হওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্র এত বড় অনুগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে) এমন (স্পষ্ট বাণীর) আয়াত যদি আমাদের ভাগ্যে জুটিত, তবে আমরা এমন আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে চিরতরে ঈদের দিন ধার্য করিয়া লইতাম।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) উত্তর করিলেনঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন অর্থাৎ, সেদিন জুমু'আ এবং আরাফাতের দিন ছিল; আমরা নিজেরা ঈদ বানাইবার প্রয়োজন নাই।

**৯। হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেনঃ 'জুমু'আর রাত নূরে ভরা রাত এবং জুমু'আর দিন নূরে ভরা দিন।' —মেশ্কাত শরীফ

**১০। হাদীসঃ** কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর যখন বেহেশ্তের উপযোগীদিগকে বেহেশ্তে এবং দোযখের উপযোগীদিগকে দোযখে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই জুমু'আর দিন সেখানেও হইবে। যদিও সেখানে দিনরাত থাকিবে না, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে দিন এবং রাতের পরিমাণ এবং ঘণ্টার হিসাব শিক্ষা দিবেন। কাজেই যখন জুমু'আর দিন আসিবে এবং সে সময় দুনিয়াতে মু'মিন বন্দাগণ জুমু'আর নামাযের জন্য নিজ নিজ বাড়ী হইতে রওয়ানা হইত, তখন বেহেশ্তের একজন ফেরেশ্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে যে, হে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমরা "মযীদ" অর্থাৎ, অতিরিক্ত পুরস্কারের ময়দানে চল। সেই ময়দান যে কত প্রশস্ত এবং

কত বিশাল তাহা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে পারে না। তথায় আসমানের সমান উচ্চ মেশ্‌কের বড় বড় স্তূপ থাকিবে। পয়গম্বরগণকে নূরের মিম্বরের উপর এবং মু'মিনগণকে ইয়াকূতের কূরসির উপর বসিতে আসন দেওয়া হইবে। অতঃপর যখন সমস্ত লোক নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি বাতাস আসিয়া ঐ মেশ্‌ক সকলের কাপড়ে, চুলে এবং মুখে লাগাইয়া দিবে। ঐ বাতাস ঐ মেশ্‌ক লাগাইবার নিয়ম ঐ নারী হইতে অধিক জানে যাহাকে সমগ্র বিশ্বের খুশবু দেওয়া হয় (এবং উহার ব্যবহার জানে)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আর্‌শ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণকে হুকুম দিবেন যে, আমার আরশ এই সমস্ত লোকের মাঝখানে নিয়া রাখ। তারপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিবেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমরা দুনিয়াতে আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিয়াছিলে, (আমাকে ভক্তি করিয়াছিলে) এবং আমার রসূল (দঃ)-এর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার আদেশ পালন করিয়াছিলে, '(আজ আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন আজ তোমরা আমার কাছে কিছু চাও।' তখন সকলে সমস্বরে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (আমাদেরে আপনি বহু কিছু দান করিয়াছেন) আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট (আমাদের প্রাণের আবেগ শুধু এতটুকু যে,) আপনিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান।' তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেনঃ 'হে বেহেশ্‌তিগণ! (আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।) যদি আমি সন্তুষ্ট না হইতাম, তবে (আমার সন্তুষ্টি স্থান চির-শান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান দিতাম না! ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু চাও, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন।' তখন সকলে একবাক্যে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে আপনার সৌন্দর্য দেখাইয়া দিন। আমরা স্বচক্ষে আপনার পাক সত্তা দেখিতে চাই।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং তাহাদের উপর বিকশিত হইবেন এবং স্বীয় নূরের দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবেন। "বেহেশ্‌তিগণ কখনও বিদগ্ধ হইবে না" এই আদেশ যদি তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে না থাকিত, তবে এই নূর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না; বরং ভস্মীভূত হইয়া যাইত। অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন কর। তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য ঐ নূরে রব্বানীর কারণে দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহারা নিজ নিজ পত্নীদের নিকট যাইবে কিন্তু তাহারা পত্নীদিগকে দেখিতে পাইবে না। পত্নীগণও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কিছুক্ষণ পর এই পরিবেষ্টনকারী নূর অপসারিত হইয়া যাইবে, তখন একে অপরকে দেখিতে পাইবে। বিবিগণ জিজ্ঞাসা করিবেন যাইবার সময় যে সৌন্দর্য আপনাদের ছিল এখন তো সেই সৌন্দর্য নাই বরং হাজারো গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিউত্তরে ইহারা বলিবে হাঁ, ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে আমাদের উপর প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই নূরকে নিজ চক্ষে দর্শন করিয়াছি। দেখুন, জুমু'আর দিন কত বড় নেয়ামত পাইল।

**১১। হাদীসঃ** প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনের তেজ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু জুমু'আর দিন দ্বিপ্রহরে জুমু'আর বরকতে দোযখের আগুনের তেজ হয় না।

**১২। হাদীসঃ** এক জুমু'আর দিন হযরত রসূলল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'হে মুসলমানগণ! জুমু'আর দিনকে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন। অতএব, এই দিনে তোমরা গোসল করিবে, (গরীব হইলেও সাধ্যমত ভাল কাপড়

পরিধান করিবে,) অবশ্য অবশ্য মিস্‌ওয়াক করিবে, (দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করিবে) এবং যাহার কাছে যে সুগন্ধি দ্রব্য (আতর, মেশ্‌ক তৈল) থাকে তাহা লাগাইবে।

## জুমু'আর দিনের আদব

১। প্রত্যেক মুসলমানেরই বৃহস্পতিবার দিন (শেষ বেলা) হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং যত্ন লওয়া কর্তব্য। বৃহস্পতিবার আছরের পর দুরূদ, এস্তেগ্‌ফার এবং তস্‌বীহ্‌ তাহ্‌লীল বেশী করিয়া পড়িবে। পরিধানের কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিবে! যদি কিছু সুগন্ধি ঘরে না থাকে অথচ আনাইবার সঙ্গতি থাকে, তবে ঐ দিনই আনাইয়া রাখিবে, যাহাতে জুমু'আর দিনে এবাদৎ ছাড়িয়া এইসব কাজে লিপ্ত না হইতে হয়। অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন যে, জুমু'আর ফযীলত সবচেয়ে বেশী সে ব্যক্তি পাইবে, যে জুমু'আর প্রতীক্ষায় থাকে এবং বৃহস্পতিবার হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হয়। আর সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে জুমু'আ কবে তাহার খবরও রাখে না, এমন কি, জুমু'আর দিন সকাল বেলায় লোকের নিকট জিজ্ঞসা করে যে, আজ কি বার? অনেক বুযুর্গ লোক জুমু'আর জন্য তৈয়ার থাকিবার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে' মসজিদেই গিয়া থাকিতেন।

২। প্রত্যেক জুমু'আর দিন (প্রত্যেকেই হাজামত বানাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে।) গোসল করিবে, মাথার চুল এবং সর্বশরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে এবং মিসওয়াক করিয়া দাঁতগুলিকে পরিষ্কার করা বেশী ফযীলতের কাজ।

৩। যাহার নিকট যেরূপ উত্তম পোশাক থাকে, তাহা পরিধান করিয়া খোশ্‌বু লাগাইয়া মসজিদে যাইবে, নখ ইত্যাদি কাটিবে।

৪। জামে' মসজিদে খুব সকালে যাইবে। যে যত সকালে যাইবে সে ততই অধিক ছওয়াব পাইবে। হযরত রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে ফেরেশ্‌তাগণ জামে' মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মুছল্লিগণ যে যে সময় আসিতে থাকে তাহাদের নাম লিখিতে থাকেন। যে প্রথমে আসে, তাহার নাম সকলের উপরে লেখা হয়। তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলের নাম লেখা হয়। যে সর্বপ্রথমে আসে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি উট কোরবানী করার সমতুল্য সওয়াব পায়। যে দ্বিতীয় নম্বরে আসে, সে একটি গরু কোরবানী করার সমান সওয়াব পায়। (যে তৃতীয় নম্বরে আসে, সে একটি বকরী কোরবানী করার সওয়াব পায়) তারপর যে আসে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি মোরগ যবাহ করার সমতুল্য সওয়াব পায় এবং তারপর যে আসে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি আণ্ডা দান করার মত সওয়াব পায়। তারপর যখন খুৎবা আরম্ভ হয়, তখন ফেরেশ্‌তাগণ ঐ খাতা বন্ধ করিয়া খুৎবা শুনিতে থাকেন। —বোখারী

পূর্বের যমানায় শুক্রবারে লোক এত সকালে এবং জাঁকজমক ও আগ্রহের সহিত জামে' মসজিদে যাইত যে, ফজরের পর হইতেই শহরের রাস্তাগুলিতে ঈদের দিনের মত লোকের ভিড় জমিয়া যাইত। তারপর যখন এই রীতি মুসলমানদের মধ্য হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল, তখন (বিজাতি) লোকেরা বলিল যে, 'ইসলামের মধ্যে এই প্রথম বেদ'আত জারি হইল।' এই পর্যন্ত লিখিয়া ইমাম গয্‌যালী (রঃ) বলিতেছেন, মুসলমানগণ ইয়াহুদী এবং নাছারাদের অবস্থা দেখিয়া কেন শরমিন্দা হয় না? ইয়াহুদীগণ শনিবারে এবং নাছারাগণ রবিবারে কত সকাল সকাল

তাহাদের প্রার্থনালয়ে ও গীর্জা গৃহে গমন করে। ব্যবসায়িগণ প্রাতঃকালে কেনা-বেচার জন্য বাজারে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতএব, দ্বীন অন্বেষণকারীগণ কেন অগ্রসর হয় না?—এহ্‌ইয়াউল্ উলুম। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণ এই যমানায় এই মুবারক দিনের মর্যাদা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা এতটুকু জানে না যে, আজ কোন্ দিন এবং তাহার কি-ই বা মর্তবা? অতীব পরিতাপের বিষয় যে দিনটি এক কালে মুসলমানদের নিকট ঈদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় ও মর্যাদাবান ছিল, যে দিনের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) গর্ব ছিল, পূর্বযুগের উম্মতদের যাহা জুটে নাই, আজ মুসলমানদের হাতে সেই দিন এমন অসহায়ভাবে অপদস্থ হইতেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে এভাবে বরবাদ করা অতি বড় নাশোক্‌রী, যাহার অশুভ প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি। ইন্নালিল্লাহ্‌........

৫। জুমু'আর নামাযের জন্য পদব্রজে গমন করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসরকাল নফল রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়! —তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে "আলিফ-লাম-মীম্ সজ্‌দা" এবং "হাল্ আতা আলাল্ ইন্‌সান" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন। কাজেই মোস্তাহাব মনে করিয়া কোন কোন সময় পড়িবে, আবার কোন কোন সময় ছাড়িয়া দিবে লোকেরা যেন ওয়াজিব মনে না করে।

৭। জুমু'আর নামাযে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সূরায়ে জুমু'আ" এবং "সূরায়ে মোনাফিকূন" এবং কখনও কখনও "সাব্বিবহিস্‌মা" এবং "হাল্ আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

৮। জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের আগে কিংবা পরে সুরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আরশের নীচে আকাশতুল্য উচ্চ একটি নূর প্রকাশ পাইবে, যদ্দ্বারা তাহার হাশরের ময়দানে সব অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে এবং বিগত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত তাহার যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। (তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহ্ মাফ হয় না।) —শরহে ছেফরুস সা'আদাত

৯। জুমু'আর দিনে দুরূদ শরীফ পড়িলে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়, এই জন্যই হাদীস শরীফে জুমু'আর দিনে বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম আসিয়াছে।

## জুমু'আর নামাযের ফযীলত এবং তাকীদ

জুমু'আর নামায ফর্‌যে আইন; কোরআনের স্পষ্ট বাণী দ্বারা, মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা ইহা প্রামণিত আছে এবং ইহা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। কেহ ইহার ফরযিয়্যত অস্বীকার করিলে সে কাফির হইবে এবং বিনা ওযরে কেহ তরক করিলে, সে ফাসেক হইবে।

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

'হে মুমিনগণ! যখন জুমু'আর নামাযের আযান হয়, তখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র যিক্রের দিকে দৌড়াইয়া চল। তোমরা যদি বুঝ, তবে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।'
—সূরা-জুমু'আ

এই আয়াতে আল্লাহ্র যিক্রের অর্থ জুমু'আর খুৎবা এবং নামায, আর দৌড়াইয়া চলার অর্থ দৌড়ান নহে; বরং কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র যিক্রের জন্য ধাবিত হওয়া।

২। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করিয়া যথাসম্ভব পাক-ছাফ হইয়া চুলগুলিতে তৈল মাখাইয়া, খোশ্বু লাগাইয়া জুমু'আর নামাযের জন্য যাইবে এবং মসজিদে গিয়া কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া না দিয়া যেখানে জায়গা মিলে সেইখানেই বসিবে এবং যে পরিমাণ নামায তাহার ভাগ্যে জোটে তাহা পড়িবে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দিবেন, তখন চুপ করিয়া খুৎবা শুনিবে, তাহার গত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে সব মা'ফ হইয়া যাইবে। —বোখারী শরীফ

৩। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া পদব্রজে তাড়াতাড়ি জামে' মস্জিদে যাইবে (গাড়ী বা ঘোড়ায়) সওয়ার হইয়া যাইবে না এবং তারপর খুৎবার সময় বেহুদা কাজ করিবে না বা কথাবার্তা বলিবে না এবং চুপ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত খুৎবা শ্রবণ করিবে, তাহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে পূর্ণ এক বৎসরের এবাদতের—(অর্থাৎ, এক বৎসরের রোযার এবং নামাযের) ছওয়াব মিলিবে। —তিরমিযী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ মানুষ যেন কিছুতেই জুমু'আর নামায তরক না করে, অন্যথায় তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর ভীষণ গাফ্লতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। —মুস্লিম শরীফ

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া তিন জুমু'আ তরক করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর নারায হইয়া যান। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দিলের উপর মোহর মারিয়া দেন। —তিরমিযী

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ শরয়ী গোলাম, স্ত্রীলোক, নাবালেগ ছেলে এবং পীড়িত লোক এই চারি ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপরই জুমু'আর নামায জমা'আতের সঙ্গে পড়া ফরয এবং আল্লাহ্র হক। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'আমার দৃঢ় ইচ্ছা যে, কাহাকেও আমার স্থলে ইমাম বানাইয়া দেই, তৎপর যাহারা জুমু'আর জমা'আতে না আসে তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেই। —মেশ্কাত (এই বিষয়ের হাদীস জমা'আত তরককারীদের সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে—যাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমু'আর নামায তরক করে, তাহার নাম এমন কিতাবে লিখা হয় যাহা পরিবর্তন হইতে সংরক্ষিত অর্থাৎ, (আল্লাহ্র দরবারে) মোনাফিকের দপ্তরভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। —মেশ্কাত। (তাহার প্রতি নেফাকের হুকুম সর্বদা থাকিবে। অবশ্য যদি সে তওবা করে কিংবা দয়াল আল্লাহ্ মাফ করিয়া দেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।)

৯। হাদীস শরীফে আছেঃ মুসাফির, আওরত, নাবালেগ এবং গোলাম ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপরই জুমু'আর নামায ফরয। অতএব, যদি কেহ এই ফরয হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া

কোন বেহুদা কাজে অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কোন কাজে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া লন। নিশ্চয় জানিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বে-নিয়ায, এবং তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। অর্থাৎ তিনি কাহারও এবাদতের পরওয়া করেন না, তাহার ফায়েদাও নাই, তিনি সর্বগুণের আধার, কেহ তাঁহার প্রশংসা করুক বা না করুক।

১০। হযরত আবদুল্লাহ্-ইবনে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি পর পর কয়েক জুমু'আ তরক করে, তবে সে যেন ইসলামকেই তরক করিল।

১১। একজন লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এমন কোন ব্যক্তি যদি মরিয়া যায়, যে জুমু'আ এবং জমা'আতে উপস্থিত হইত না, তবে তাহার সম্বন্ধে আপনার কি মত? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি দোযখী হইবে। প্রশ্নকারী তাঁহাকে এক মাস যাবৎ রোজ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল এবং তিনি বরাবর ঐ একই উত্তর দিয়াছিলেন। —এহ্ইয়াউল উলুম।

এইসব রেওয়ায়ত দ্বারা জুমু'আ ও জমা'আতের নামায তরককারীর প্রতি বড় কঠোর শাস্তি ও ভীতি আসিয়াছে। এখনও কি কোন ইস্‌লামের দাবীদার এই ফরয তরক করার দুঃসাহস করিতে পারে?

## জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত আছে, যথাঃ]

১। মুক্বীম হওয়া। অতএব, মুসাফিরের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নহে, (কিন্তু যদি পড়ে, তবে উত্তম। মুসাফির যদি কোথাও ১৫ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করে, তবে তাহার উপর জুমু'আ ওয়াজিব হইবে।)

২। সুস্থকায় হওয়া। অতএব, যে রোগী জুমু'আর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম তাহার উপর জুমু'আ ফরয হইবে না। এইরূপে যে বৃদ্ধ বার্ধক্যের দরুন জামে' মসজিদে হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম কিংবা অন্ধ, ইহাদিগকে রোগী বলা হইবে; তাহাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয নহে।

৩। আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৪। পুরুষ হওয়া। স্ত্রীলোকের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৫। যে সব ওযরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জমাআত তরক করা জায়েয হয় সেই সব ওযর না থাকা। যথা, (ক) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। (খ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত থাকা। (গ) পথে শত্রুর ভয়ে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকা। (পথ দেখিতে পায় না এরূপ অন্ধ হওয়া। পথ চলিতে পারে না এরূপ খঞ্জ হওয়া ইত্যাদি যাহা জমা'আতের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।)

৬। পাঞ্জেগানা নামায ফরয হইবার জন্য যে সব শর্ত আছে তাহা মৌজুদ থাকা। যথাঃ আকেল হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া, এইসব শর্তে জুমু'আর নামায ফরয হয়, কিন্তু যদি কেহ এই শর্ত ছাড়াও জুমু'আ পড়ে, তবুও তাহার ফরযে-ওয়াক্ত অর্থাৎ, যোহর আদায় হইয়া যাইবে। যেমন, কোন মুসাফির অথবা কোন স্ত্রীলোক যদি জুমু'আর নামায পড়ে, যোহর আদায় হইয়া যাইবে।

## জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ। যথাঃ]

১। শহর হওয়া। অর্থাৎ, বড় শহর বা ছোট শহর বা ছোট শহরতুল্য গ্রাম[১] হওয়া। অতএব, ছোট পল্লীতে বা মাঠে (বা বিলের) মধ্যে (নদীর বা সমুদ্রের মধ্যে) জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে। যে গ্রাম ছোট শহরতুল্য অর্থাৎ, ৩/৪ হাজার লোকের বসতি আছে, তথায় জুমু'আর নামায দরুস্ত আছে।

২। যোহরের ওয়াক্ত হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে জুমু'আর নামায পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে জুমু'আর নামায পড়িতে পড়িতে যদি যোহরের ওয়াক্ত চলিয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যদিও দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু বসিয়া থাকে। আর জুমু'আর নামাযের ক্বাযাও নাই। (কাজেই এই কারণে বা অন্য কোন কারণে জুমু'আর নামায ছহীহ্ না হইলে যোহর পড়িতে হইবে।)

৩। খুৎবা। অর্থাৎ, মুছল্লিদের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার যিকর করা, শুধু সোব্হানাল্লাহ্ বলা হউক বা আল্হামদু লিল্লাহ্। অবশ্য শুধু এতটুকু বলিয়া শেষ করা সুন্নতের খেলাফ তাই মকরূহ্ হইবে।

৪। নামাযের পূর্বে খুৎবা পড়া। নামাযের পূর্বে খুৎবা না পড়িয়া পরে পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৫। খুৎবা যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে খুৎবা পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। জমা'আত হওয়া। অর্থাৎ, খুৎবার শুরু হইতে প্রথম রাকা'আতের সজ্দা পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন পুরুষ থাকা চাই। যদিও খুৎবায় যে তিনজন উপস্থিত ছিল চলিয়া যায় এবং অন্য তিনজন নামাযে শামিল হয়। কিন্তু শর্ত এই যে, লোক তিনজন ইমামতের যোগ্য হওয়া চাই। সুতরাং শুধু স্ত্রীলোক বা নাবালেগ ছেলে মুক্তাদী হইলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। যদি সজ্দা করার পূর্বে লোক চলিয়া যায় এবং তিন জনের কম অবশিষ্ট থাকে, কিংবা কেহই না থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি সজ্দা করার পর চলিয়া যায়, তবে কোন ক্ষতি নাই।

<u>টিকা</u>

১ মোছান্নেফ (রঃ) কিতাবে লিয়িাছেন যে গ্রামের লোকসংখ্যা ছোট শহরের লোকসংখ্যার সমান অর্থাৎ যে গ্রামে তিন চারি হাজার লোকের বাস, সে গ্রামে জুমু'আ দুরুস্ত আছে। বঙ্গদেশে যে সব একলাগা বসতি গ্রাম নামে কথিত হয়, তথায় জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ দেখা যায়। অধীন মোতার্জেম বলে—আমি একলাগা বসতিসমূহে জুমু'আ পড়িয়া থাকি। অবশ্য বন, চর বা বিলের মধ্যে আবাদি হইতে অনেক দূরে কোন ছোট গ্রাম থাকিলে তথায় নিশ্চয় জুমু'আ দুরুস্ত হইবে না। যে স্থানে জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার কারণে সন্দেহ আসিয়া গিয়াছে তথায় সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য চারি রাকা'আত (আখেরী যোহর) এহ্তিয়াতি যোহর পড়িয়া থাকি।

৮। এ'লানে আম এবং এজাযতে আম্মা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমু'আর নামায পড়া হয়, সে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। সুতরাং, যদি কোন স্থানে গুপ্তভাবে নামায পড়া হয় যেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুমতি নাই বা মসজিদের দরজা বন্ধ করিয়া জুমু'আর নামায পড়ে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

এইসব শর্ত জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবার শর্ত। কাজেই ইহার একটি মাত্র শর্তও যদি না পাওয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যোহর পড়িতে হইবে। যে স্থানে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সেখানে যোহর পড়াই ফরয, সেখানে জুমু'আ নফল মাত্র এবং নফল ধুমধামের সহিত জমা'আত করিয়া পড়া মকরূহ্। সুতরাং এমতাবস্থায় জুমু'আর নামায পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

## খুৎবার মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** যখন সমস্ত মুছল্লি উপস্থিত হইয়া যাইবে, তখন ইমাম মিম্বরের উপর মুছল্লিগণের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং মোয়ায্‌যিন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আযান দিবেন। আযান শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ ইমাম দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিবেন।

২। **মাসআলাঃ** খুৎবার মধ্যে ১২টি কাজ সুন্নত যথাঃ (১) দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া, (২) (পর পর) দুইটি খুৎবা পড়া, (৩) দুই খুৎবার মাঝখানে ৩ বার সোব্‌হানাল্লাহ্ বলা যায় পরিমাণ সময় বসা, (৪) ওযূ-গোসলের প্রয়োজন হইতে পবিত্র হওয়া, (৫) খুৎবা পাঠকালে উপস্থিত মুছল্লিগণের দিকে মুখ রাখা। (৬) খুৎবা শুরু করিবার পূর্বে চুপে চুপে اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলা। (৭) লোকে শুনিতে পারে পরিমাণ আওয়াযের সহিত খুৎবা পড়া। (৮) খুৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টি বিষয় বর্ণিত হওয়া, যথাঃ (ক) আল্লাহ্‌র শোক্‌র, (খ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা, (গ) তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য, (ঘ) দুরূদ, (ঙ) কিছু নছীহত, (চ) কোরআন শরীফ হইতে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা, (ছ) দ্বিতীয় খুৎবায় উপরোক্ত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করা, (জ) প্রথম খুৎবায় যে স্থানে নছীহত ছিল দ্বিতীয় খুৎবায় তথায় সমস্ত মুসলমানের জন্য দো'আ করা। এই ৮ প্রকার সুন্নতের বর্ণনার পর ঐ সমস্ত সুন্নতের বর্ণনা হইতেছে যাহা খুৎবার সুন্নত। (৯) খুৎবা অত্যন্ত লম্বা না করা; (বরং নামাযের সমান সমান) বরং নামাযের চেয়ে কম রাখা, (১০) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া। মিম্বর না থাকিলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়িতে পারে; কিন্তু মিম্বর থাকা সত্ত্বে লাঠি হাতে লওয়া বা হাত বাঁধিয়া খুৎবা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১১) উভয় খুৎবাই আরবী ভাষায় (এবং গদ্যে) হওয়া। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা পড়া বা অন্য ভাষায় পদ্য ইত্যাদি মিলাইয়া পড়া মক্‌রূহ্-তাহ্‌রীমী। (১২) সমস্ত মুছল্লির খুৎবা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসা। ছানি খুৎবায় হযরতের আওলাদ, আছ্‌হাব এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতি বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হাম্‌যা ও হযরত আব্বাস ('রাযিয়াল্লাহু')-এর জন্য দো'আ করা মোস্তাহাব। সাময়িক মুসলমান বাদশাহ্‌র জন্য দো'আ করা জায়েয, কিন্তু তাঁহার মিথ্যা প্রশংসা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াইবেন, তখন হইতে খুৎবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মক্রূহ্-তাহ্রীমী, অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তরতীব তাহার ক্বাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

৪। **মাসআলা ঃ** খুৎবা শুরু হইলে দূরের বা নিকটে উপস্থিত সকলের তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং যে কোন কাজ বা কথা দ্বারা খুৎবা শুনার ব্যাঘাত জন্মে তাহা মক্রূহ্-তাহ্রীমী। এইরূপে খুৎবার সময় কোন কিছু খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা, চলা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেওয়া, তসবীহ্ পড়া, মাসআলা বলা ইত্যাদি কাজ নামাযের মধ্যে যেমন হারাম খুৎবার মধ্যেও তেমনই হারাম ; অবশ্য ইমাম নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করিতে বা মাসআলার কথা বলিতে পারেন।

৫। **মাসআলা ঃ** সুন্নত বা নফল নামায পড়ার মধ্যে যদি খুৎবা শুরু হইয়া যায়, সুন্নতে মোয়াক্কাদা হইলে (ছোট সূরা দ্বারা) পুরা করিয়া লইবে এবং নফল হইলে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** দুই খুৎবার মাঝখানে যখন বসা হয়, তখন হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা মক্রূহ্ তাহ্রীমী, অবশ্য হাত না উঠাইয়া জিহ্বা না আওড়াইয়া মনে মনে দো'আ করা যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় ছাহাবাগণ হইতে ইহা ছাবেত নাই। রমযান শরীফের শেষ জুমু'আর খুৎবায় বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া যেহেতু নবী (দঃ) ও ছাহাবায় কেরাম হইতে ছাবেত নাই এবং ফেকাহ্র কিতাবেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, তদুপরি এরূপ হামেশা পড়িলে সর্বসাধারণ ইহা যরূরী বলিয়া মনে করিবে। কাজেই ইহা বেদ্আত।

সতর্ক বাণী ঃ আমাদের যুগে এই খুৎবার প্রতি এমন জোর দেওয়া হইতেছে যে, যদি কেহ না পড়ে, তবে তাহাকে দোষারোপ করা হয়। ঐ খুৎবা শুনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। (এইরূপ করা উচিত নহে।)

৭। **মাসআলা ঃ** কিতাব বা অন্য কিছু দেখিয়া খুৎবা পড়া (এবং মুখস্থ পড়া উভয়ই) জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** খুৎবার মধ্যে যখন হযরতের নাম মোবারক আসিবে, তখন মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

## হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খুৎবা

নবী (দঃ)-এর খুৎবা নকল করার উদ্দেশ্য এই নহে যে, সর্বদা এই খুৎবাই পড়িবে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, বরকতের জন্য মাঝে মাঝে পড়িবে।

হযরত (দঃ)-এর নিয়ম ছিল—যখন সব লোক জমা হইত, তখন তশ্রীফ আনিতেন এবং উপস্থিতদের 'আস্সালামু' আলাইকুম বলিয়া সালাম করিতেন। তারপর হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু আযান দিতেন। যখন আযান শেষ হইয়া যাইত, তখন হযরত দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিতেন। মিম্বর নির্মিত হইবার পূর্বে খুৎবার সময় লাঠি বা কামানের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতেন, কখনও কখনও মেহ্রাবের নিকট যে খুঁটি ছিল উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইতেন। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর লাঠিতে ভর দেওয়ার প্রমাণ নাই। হযরত দুইটি খুৎবা পড়িতেন। দুই খুৎবার মাঝ-খানে কিছুক্ষণ বসিতেন, কিন্তু সে সময় কোন কথা বলিতেন না বা কোন দো'আও পড়িতেন না।

না। যখন দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হইত, তখন হযরত বিলাল (রাঃ) এক্কামত বলিতেন। এক্কামত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত নামায শুরু করিতেন। খুৎবা দেওয়ার সময় হযরতের আওয়ায খুব বড় হইয়া যাইত এবং চক্ষু মুবারক লাল হইয়া যাইত। মুসলিম শরীফে আছে, এরূপ বোধ হইত, যেন আসন্ন শত্রু-সেনা হইতে নিজ লোকদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

## হযরতের (দঃ) খুৎবায় কতিপয় উপদেশ

অনেক সময় হযরত (দঃ) বলিতেনঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ উপমা স্বরূপ শাহাদত অঙ্গুলী এবং মধ্যমা অঙ্গুলী এই দুইটি অঙ্গুলীকে মিলাইয়া হযরত বলিতেনঃ 'আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে ব্যবধান এইরূপ' অর্থাৎ, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। (আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে অন্য কোন নুবুওতের ব্যবধান নাই।) তারপর বলিতেনঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَعَلَىَّ ○

**অর্থ**—তোমরা সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, সর্বোৎকৃষ্ট নছীহত আল্লাহ্‌র কোরআন এবং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মোহাম্মদ (দঃ)- এর পন্থা (সুন্নত তরীকা) এবং সব চেয়ে খারাব জিনিস বেদ্‌আত এবং সব বেদ'আত গোম্‌রাহী। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাহার নিজের চেয়ে আমি অধিক খায়েরখাহ্ (হিতাকাঙ্ক্ষী)। মৃত্যুকালে যে যাহা সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার ওয়ারিশগণ পাইবে; কিন্তু যদি কেহ ঋণ রাখিয়া যায় বা নিরাশ্রয় এতীম বাচ্চা রাখিয়া যায়, তবে তাহার দায়িত্ব আমার উপর। কখনও কখনও এই খুৎবা পড়িতেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوْا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُوْجَرُوْا وَتُحْمَدُوْا وَ تُرْزَقُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوْبَةً فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَّجَدَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ جُحُوْدًابِهَا وَاِسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهٗ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا صَوْمَ لَهٗ اَلَا وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا حَجَّ لَهٗ اَلَا وَلَا بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللهُ اَلَا وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَّجُلاً اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ اَعْرَابِىٌّ مُّهَاجِرًا اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهٗ سُلْطَانٌ يُّخَافُ سَيْفُهٗ وَسَوْطُهٗ ○

**অর্থ**—হে মানব-সমাজ! তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বেই সকলে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া তওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া আস এবং সময় থাকিতে ত্রস্ত হইয়া সকলে নেক আমলের দিকে এবং ভাল কাজের দিকে ধাবিত হও। আর খুব বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর, এবং অপ্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে খুব বেশী করিয়া দান-খয়রাত করিয়া আল্লাহ্‌র যে অসংখ্য-অগণিত প্রাপ্য হক্ তোমদের যিম্মায় পাওনা আছে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ কর। এইরূপ করিলে আল্লাহ্‌র নিকটে উহার ছওয়াব পাইবে, প্রশংসনীয় হইবে এবং রুজী-রোজগারেও বরকত পাইবে।

তোমরা জানিয়া রাখ যে, বর্তমান বৎসরের বর্তমান মাসের বর্তমান সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর নামায তোমাদের উপর অকাট্যভাবে ফরয করিয়াছেন। যে কেহ জুমু'আ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ফরয আকাট্যরূপে বহাল থাকিবে। অতএব, খবরদার! এইরূপে ফরয হওয়ার পরও আমার জীবিতাবস্থায় অথবা আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ অন্যায়কারী বা ন্যায়কারী ইমাম পাওয়া সত্ত্বেও এই ফরয অস্বীকার করে অথবা তুচ্ছ করিয়া তরক করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিশৃঙ্খল ভাব দূর করিবেন না, তাহার কোন কাজে বরকত দিবেন না এবং তাহার নামাযও কবূল হইবে না, রোযাও কবূল হইবে না, যাকাৎও কবূল হইবে না, হজ্জও কবূল হইবে না এবং অন্য কোন নেক কাজও কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত সে তওবা না করিবে। অবশ্য যদি তওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তাহার তওবা কবূল করিবেন। আরও জানিয়া রাখ যে, খবরদার! স্ত্রীজাতি যেন কখনও পুরুষ জাতির ইমামত না করে, খবরদার! জাহেল যেন কখনও আলেমের ইমামত না করে, খবরদার! ফাসেক যেন কখনও মো'মিন মুত্তাকির ইমামত না করে। অবশ্য যদি জোরপূর্বক এমন কেহ ইমামত করে যে, তাহার তরবারির বা লাঠির ভয় করিতে হয়, তবে সে ভিন্ন কথা। কখনো কখনো এইরূপ খুৎবা দিতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ - وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَ اهْتَدٰى وَ مَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَ لَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ○

**অর্থ**—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের কু-প্রবৃত্তির দুষ্টামি এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত দান করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ গোমরাহ্ করিতে পারিবে না এবং (স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করায়) আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ হেদায়তে আনিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং আল্লাহ্‌র রসূল, (আল্লাহ্‌র বাণী বহনকারী) আল্লাহ্ তাঁহাকে সত্য বাণী মান্যকারীদের জন্য বেহেশ্‌তের (মুক্তি) সুসংবাদদাতা এবং অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাবের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তিনি আসিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্‌র রসূলের বাণী মান্য করিয়া চলিয়াছে, তাহারা হেদায়তের পথ পাইয়াছে এবং তাহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে এবং যে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ রসূলের বাণী অমান্য করিবে, সে নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে আল্লাহ্‌র কোনই অনিষ্ট হইবে না।

এক ছাহাবী বলেন, অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) খুৎবায় সূরা-ক্বাফ পড়িতেন। আমি সূবা-ক্বাফ হযরতের নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছি যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া পড়িতেন। —মুসলিম। সূরা-ক্বাফের মধ্যে হাশর-নশর এবং অনেক মা'রেফতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কখনও সূরা-আছর পড়িতেনঃ

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

**অর্থ**—আল্লাহ্ বলেন, সময়ের সাক্ষ্য—নিশ্চয়ই সব মানুষ ধ্বংসে পতিত, শুধু তাহারা ব্যতীত, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে এবং সত্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে এবং ধৈর্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে ।

কখনও কোরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেনঃ

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

**অর্থ**—দোযখবাসী এবং বেহেশ্‌তবাসী সমান হইতে পারে না, যাহারা বেহেশ্‌তবাসী তাহারাই সফলকাম। কখনও কখনও নিম্ন আয়াত পড়িতেনঃ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

**অর্থ**—দোযখবাসীরা চীৎকার করিয়া বলিবে, হে দোযখরক্ষী ফেরেশ্‌তা মালেক ! (দোযখের যন্ত্রণা আর আমাদের সহ্য হয় না, এর চেয়ে ভাল,) তোমার মা'বূদ আমাদের জীবন শেষ করিয়া দেউক। (উত্তরে) তিনি বলিবেন, (না, না, তোমদের মৃত্যু নাই।) তোমরা চিরকাল এখানে (এই শাস্তি ভোগ করিতে) থাকিবে।

## জুমু'আর নামাযের মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** যিনি খুৎবা পড়িবেন নামাযও তিনি পড়াইবেন, ইহাই উত্তম। কিন্তু যদি অন্য কেহ নামায পড়ান তাহও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলাঃ** খুৎবা শেষ হওয়া মাত্রই এক্বামতের পর নামায শুরু করা সুন্নত। খুৎবা ও নামাযের মাঝখানে দুনিয়াবী কোন কাজ করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। যদি খুৎবা ও নামাযের মধ্যে বেশী ব্যবধান হইয়া যায়, তবে খুৎবা পুনরায় পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনি যরূরী কাজ সামনে আসিয়া পড়ে, যেমন, কাহাকেও কোন যরূরী মাসআলা বলিয়া দেওয়া, অথবা ওযূ টুটিয়া গেলে ওযূ করিয়া লওয়া, কিংবা গোসলের প্রয়োজন যিম্মায় থাকিলে গোসল করিতে যাওয়া ইত্যাদি কাজ মকরূহ্ নহে, খুৎবাও দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** জুমু'আর নামায এইরূপ নিয়্যত করিয়া পড়িবেঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ○

বাংলা নিয়্যত এইঃ

"জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামায আমি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের জন্য পড়িতেছি।"

৪। **মাসআলাঃ** এক মকামের সকল লোক একত্রিত হইয়া একই মসজিদে জুমু'আ পড়া উত্তম। অবশ্য যদি একই স্থানের কয়েকটি মসজিদে জুমু'আ পড়া হয়, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় কিংবা ছহো সজ্‌দার পর ইমামের সহিত শরীক হয়, তবুও তাহার ওয়াক্তের ফরয আদায়ের জন্য যোহরের চারি রাকা'আত পড়ার দরকার নাই, জুমু'আর দুই রাকা'আত পড়িলেই ওয়াক্তের ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

**৬। মাসআলাঃ** কোন কোন লোক জুমু'আর পর এহ্‌তিয়াতুয্ যোহর পড়িয়া থাকে, যেহেতু সর্বসাধারণের আক্বীদা ইহার কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে একেবারে নিষেধ করা দরকার। অবশ্য যদি কোন আলেম সন্দেহের স্থলে পড়িতে চায়, তবে এইরূপে পড়িবে, যেন কেহ জানিতে না পারে।

## ঈদের নামায

**১। মাসআলাঃ** শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল ফিৎর' এবং যিলহজ্জ চাঁদের ১০ই তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল আয্‌হা' বলে। ঈদ অর্থ—খুশী। ইসলাম ধর্মের বিধানে দুইটি ঈদ নির্ধারিত হইয়াছে। এই উভয় ঈদের দিনে (মহাসমারোহে সমস্ত) মুসলমানের একত্রিত হইয়া শোক্‌র আদায়ের জন্য দুই রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামাযের জন্য যে সব শর্ত, দুই ঈদের নামাযের জন্যও সেই সব শর্ত যরূরী। কিন্তু জুমু'আর নামাযের খুৎবা ফরয, দুই ঈদের নামাযের খুৎবা সুন্নত। জুমু'আর খুৎবার ন্যায় দুই ঈদের খুৎবা শুনাও ওয়াজিব, খুৎবা চুপ করিয়া কান লাগাইয়া শুনিতে হইবে, কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, নামায পড়া বা দো'আ করা সবই হারাম।

ঈদুল ফিৎরের দিন ১৩টি কাজ সুন্নত। যথাঃ

(১) শরীঅতের সীমার মধ্যে থাকিয়া যথাসাধ্য সুসজ্জিত হওয়া (এবং খুশী যাহির করা।) (২) গোসল করা। (৩) মিসওয়াক করা। (৪) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা। (৫) খোশ্‌বু লাগান। (৬) সকালে অতি প্রত্যুষে বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করা। (৭) ফজরের নামাযের পরেই অতি ভোরে ঈদগাহে যাওয়া। (৮) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খোরমা অথবা অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা। (৯) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছদকায়ে ফিৎরা দান করা। (১০) ঈদের নামায মসজিদে না পড়িয়া ঈদগাহে গিয়া পড়া। অর্থাৎ, বিনা ওযরে শহরের মসজিদে না পড়া। (১১) ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য রাস্তায় ফিরিয়া আসা। (১২) ঈদগাহে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া। (১৩) ঈদগাহে যাইবার সময় আস্তে আস্তে নিম্নলিখিত তক্‌বীর বলিতে বলিতে যাওয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

**২। মাসআলাঃ** ঈদুল ফিৎরের নামায পড়িবার নিয়্যতঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْوَاجِبِ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ ○

"আমি ঈদুল ফিৎরের দুই রাকা'আত নামায ঈদের ছয়টি ওয়াজিব তকবীরসহ পড়িতেছি।" এইরূপ নিয়্যত করিয়া, 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত উঠাইয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিবে। তারপর সোব্‌হানাকা পুরা পড়িবে। (কিন্তু আউযুবিল্লাহ্ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে না।) তারপর পর পর তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া তকীর বলিবে এবং প্রত্যেকবার হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে। প্রত্যেক তকবীরের পর তিনবার সোব্‌হানাল্লাহ্ বলা যায় পরিমাণ সময় থামিবে। (জমাআত বড় হইলে এর চেয়ে কিছু বেশীও দেরী করা যায়) তৃতীয়বারে তকবীর বলিয়া হাত ছাড়িবে না। দুই হাত বাঁধিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া লইবে। তারপর আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া সূরা-ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়িয়া অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকূ-সজ্‌দা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় রাকা'আতে দাঁড়াইয়া সূরা-ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়িবার পর সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে যাইবে না; বরং উপরোক্ত

নিয়মে তিনবার তকবীর বলিবে। তৃতীয় তকবীর বলিয়া হাত বাঁধিবে না ; বরং হাত ছাড়িয়া রাখিয়া চতুর্থ তকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের পর ইমাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া দুইটি খুৎবা পড়িবে। দুই খুৎবার মাঝখানে জুমু'আর খুৎবার ন্যায় কিছুক্ষণ বসিবে। (ঈদুল ফিৎরের খুৎবার মধ্যে ছদকায়ে ফিৎর সম্বন্ধে আহ্‌কাম বয়ান করিবে। মুক্তাদী দূরত্বের কারণে খুৎবা না শুনিতে পাইলে চুপ করিয়া কান লাগাইয়া থাকা ওয়াজিব।)

৪। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের (বা খুৎবার) পরে দো'আ করা যদিও নবী (দঃ) ও তাঁহার ছাহাবা এবং তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হইতে প্রামাণিত নয়, কিন্তু অন্যান্য নামাযের পর দো'আ করা যেহেতু সুন্নত, অতএব, ঈদের নামাযের পরও দো'আ করা সুন্নত হইবে বলিয়া ধারণা।

৫। **মাসআলা ঃ** উভয় ঈদের খুৎবা প্রথমে তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে। প্রথম খুৎবায় ৯ বার আল্লাহু আকবর বলিবে। দ্বিতীয় খুৎবায় ৭ বার বলিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদুল আয্‌হার নামাযের নিয়মও ঠিক ঈদুল ফিৎরের নামাযের অনুরূপ এবং যে সব জিনিস ওখানে সুন্নত সেইসব এখানেও সুন্নত। পার্থক্য শুধু এই যে, (১) নিয়্যতের মধ্যে ঈদুল ফিৎরের পরিবর্তে 'ঈদুল আয্‌হা' বলিবে, (২) ঈদুল ফিৎরের দিন কিছু খাইয়া ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আয্‌হার দিনে খাইয়া যাওয়া সুন্নত নহে। (বরং ঈদুল আয্‌হার নামাযের পূর্বে কিছু না খাইয়া যাওয়াই মোস্তাহাব), (৩) ঈদুল আয্‌হার দিনে ঈদগাহে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তকবীর পড়া সুন্নত। ঈদুল ফিৎরে আস্তে পড়া সুন্নত, (৪) ঈদুল আয্‌হার নামায ঈদুল ফিৎর অপেক্ষা অধিক সকালে পড়া সুন্নত, (৫) ঈদুল ফিৎরে নামাযের পূর্বে ছদকায়ে ফিৎর দেওয়ার হুকুম ; ঈদুল আয্‌হার নামাযের পর সক্ষম ব্যক্তির কোরবানী করার হুকুম ; ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আয্‌হা, এই দুই নামাযের কোন নামাযেই আযান বা একামত নাই।

৭। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন ঈদগাহে, মসজিদে বা বাড়ীতে ঈদের নামাযের পূর্বে অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য ঈদের নামাযের পর বাড়ীতে বা মসজিদে নফল পড়া মকরূহ্ নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকগণ এবং অন্যান্য যাহারা কোন ওযরবশতঃ ঈদের নামায পড়ে নাই তাহাদের জন্যও ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল পড়া মকরূহ।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদুল ফিৎরের খুৎবায় ছদকায়ে ফিৎর সম্বন্ধে এবং ঈদুল আয্‌হার খুৎবায় কোরবানী ও 'তক্‌বীরে তশরীক' সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। নিম্ন তকবীরকে 'তক্‌বীরে তশরীক' বলে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর এই তকবীর বলা ওয়াজিব ; যদি সে ফরয শহরে জমা'আতে পড়া হয়। স্ত্রীলোক ও মুসাফিরের উপর এই তকবীর ওয়াজিব নহে। যদি ইহারা এমন কোন লোকের মুক্তাদী হয়, যাহাদের উপর তক্‌বীর ওয়াজিব, তবে ইহাদের উপরও ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি একা নামাযী এবং স্ত্রী-লোক ও মুসাফির পড়ে, তবে ভাল। কেননা ছাহেবাইনের মতে ইহাদের উপরও ওয়াজিব।

১০। **মাসআলা ঃ** ৯ই যিলহজ্জ (হজ্জের দিন) ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযের পর যাহারা জমা'আতে নামায পড়ে তাহাদের সকলের উপর একবার 'তকবীরে তশ্‌রীক' বলা ওয়াজিব।

**১১। মাসআলা ঃ** এই তকবীর উচ্চ শব্দে বলা ওয়াজিব; স্ত্রীলোক নিঃশব্দে বলিবে।

**১২। মাসআলা ঃ** নামাযের পর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ এই তকবীর বলিতে হইবে।

**১৩। মাসআলা ঃ** যদি ইমাম তকবীর বলিতে ভুলিয়া যায়, তবে মুক্তাদীগণ উচ্চ স্বরে তকবীর বলিয়া উঠিবে; ইমামের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা উচিত নহে।

**১৪। মাসআলা ঃ** ঈদুল আয্‌হার নামাযের পরও তকবীর বলা মতান্তরে ওয়াজিব।

**১৫। মাসআলা ঃ** উভয় ঈদের নামায সমস্ত শহরের লোকের একত্রে এক জায়গায় পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কয়েক জায়গায় পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে। সকলের ঐক্যমতে বিভিন্ন মসজিদে পড়া জায়েয।

**১৬। মাসআলা ঃ** যদি কেহ একাকী ঈদের নামায না পায়, অথবা নামায পাইয়াছিল কিন্তু কোন কারণবশতঃ একজন লোকের নামায ফাসেদ হইয়া গিয়াছে, তবে একা একা ঈদের নামায বা তাহার ক্বাযা পড়িতে পারিবে না এবং ক্বাযা পড়া ওয়াজিবও হইবে না। কেননা, ঈদের নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। অবশ্য যদি একদল লোকের নামায ছুটিয়া যায় বা ফাসেদ হইয়া যায়, তবে তাহারা (পূর্ববর্তী ইমাম ও মুক্তাদী ছাড়া) অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায পড়িবে।

**১৭। মাসাআলা ঃ** যদি কোন ওযরবশতঃ ১লা শাওয়াল (দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়া হয়, তবে ২রা তারিখেও পড়িতে পারে। তারপর আর পারিবে না। আর ঈদুল আয্‌হার নামায যদি কোন ওযরবশতঃ ১০ই তারিখে না পড়িতে পারে, তবে ১১ই বা ১২ই তারিখ পর্যন্তও পড়িতে পারে।

**১৮। মাসআলা ঃ** ঈদুল আয্‌হার নামায যদিও বিনা ওযরে ১০ই তারিখে না পড়া মক্‌রূহ্, তবুও যদি কেহ প্রথম দিন না পড়িয়া ২য় বা ৩য় দিনে পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। বিনা ওযরে যদি কেহ ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়িয়া ২রা শাওয়ালে পড়ে, তবে তাহার নামায আদৌ হইবে না।

ওযর যথাঃ—(১) যদি কোন কারণবশতঃ ইমাম উপস্থিত না হইতে পারে, (২) অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে, (৩) ওয়াক্ত থাকিতে চাঁদ উঠা নির্ধারত না হইয়া থাকে, ওয়াক্ত চলিয়া গেলে তারপর চাঁদ উঠার খবর পাইয়া থাকে। (৪) নামায পড়া হইয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সঠিক ওয়াক্ত জানা যায় নাই, পরে মেঘ সরিয়া গেলে জানা গেল যে, তখন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না।

**১৯। মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযে যদি কেহ ইমামের তক্‌বীর বলা শেষ হওয়ার পর নামাযে শরীক হয়, তবে যদি ইমামকে দাঁড়ান অবস্থায় কেরাআতের মধ্যে পায়, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া একা একা তক্‌বীর বলিয়া লইবে, আর যদি ইমামকে রুকূর মধ্যে পায়, তবে যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তক্‌বীর বলিয়াও ইমামকে রুকূর মধ্যে পাইবে, তবে দাঁড়ান অবস্থায় নিয়্যত করিয়া তকবীর বলিয়া তারপর রুকূতে যাইবে, আর যদি তকবীর বলিলে রুকূ না পাইবার আশংকা থাকে, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া রুকূ'তেই চলিয়া যাইবে, কিন্তু রুকূ'তে রুকূ'র তসবীহ্ না পড়িয়া আগে তকবীর বলিয়া লইবে, তারপর সময় পাইলে রুকূ'র তস্‌বীহ্ পড়িবে। কিন্তু রুকূ'তে তকবীর বলিতে হাত উঠাইবে না। যদি তকবীর শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া ফেলে, তবে মুক্তাদীও দাঁড়াইয়া যাইবে, যে পরিমাণ বাকী থাকে তাহা মাফ।

**২০। মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযে যদি কেহ দ্বিতীয় রাকা'আতে শামিল হয়, তবে ইমাম সালাম ফিরাইলে সে যখন প্রথম রাকা'আত পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে, তখন সে প্রথমে ছানা, তাআওউয, সূরা-কেরাআত পড়িবে, তারপর রুকূ'র পূর্বে তকবীর বলিবে, কেরাআতের পূর্বে তকবীর বলিবে না।

ইমাম যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় তকবীর বলা ভুলিয়া যায় এবং রুকূ'র অবস্থায় মনে আসে, তবে রুকূ'র মধ্যেই তকবীর বলিবে। রুকূ ছাড়িয়া দাঁড়াইবে না। কিন্তু যদি রুকূ' ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া তকবীর বলিয়া আবার 'রুকূ' করে, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে—নামায ফাসেদ হইবে না, লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে না।

## কা'বা শরীফের ঘরে নামায

**১। মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের বাহিরে মানুষ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ যে দিকেই থাকুক না কেন, কা'বার দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কিন্তু যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িতে চায়, তবে তাহাও জায়েয আছে। তখন যে দিকে ইচ্ছা হয়, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে পারিবে; তথায় কোন এক দিক নির্দিষ্টরূপে ক্বেব্‌লা হইবে না, তথায় সব দিকেই ক্বেব্‌লা। তথায় যেরূপ নফল নামায পড়া জায়েয, তদ্রূপ ফরয নামায পড়াও জায়েয।

**২। মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের সীমানাটুকু আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত সমস্তই ক্বেব্‌লা। কাজেই যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের চেয়ে উচ্চ স্থানে পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নামায পড়ে, তবে সকলের মতেই নামায দুরুস্ত হইবে। কিন্তু তাহারও ঐ দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (কা'বা শরীফের ছাদের উপর নামায পড়া বে-আদবী এবং মকরূহ্। কেননা, রসূল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।)

**৩। মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ভিতরে একা, কিংবা জমা'আতে নামায পড়াও জায়েয, তথায় ইমাম মুক্তাদী উভয়ের মুখ একদিকে হওয়া শর্ত নহে। কেননা, সেখানে সব দিকেই ক্বেব্‌লা। অবশ্য একটি শর্ত এই যে, মুক্তাদী যেন ইমামের আগে বাড়িয়া না দাঁড়ায়, যদি মুক্তাদীর মুখ ইমামের মুখের দিকে হয়, তবুও দুরুস্ত আছে। কারণ, এমাতবস্থায় মোক্তাদীকে ইমামের আগে বলা যায় না, উভয়ের মুখ এক দিকে হওয়ার পর যদি মুক্তাদী সম্মুখে বাড়িয়া যায়, তবে আগে বলা যাইবে, কিন্তু এই মুখোমুখী অবস্থায় নামায মকরূহ্ হইবে, কেননা, কোন লোকের মুখের দিক হইয়া নামায পড়া মকরূহ্। মাঝখানে কোন জিনিসের আড় বা পরদা থাকিলে মকরূহ্ হইবে না।

**৪। মাসআলা ঃ** ইমাম যদি কা'বা শরীফের ভিতরে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীগণ বাহিরে চারি পাশে গোল হইয়া দাঁড়ায়, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ইমাম যদি একা ভিতরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে কোন মুক্তাদী না থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে যেহেতু কা'বা শরীফের ভিতরের জমিন বাহিরের জমিন হইতে উচ্চ, এমতাবস্থায় ইমামের স্থান মুক্তাদী হইতে এক মানুষ পরিমাণ উঁচু হইবে। তাই মকরূহ্ হইবে।

**৫। মাসআলা ঃ** যদি মুক্তাদী ভিতরে থাকে, আর ইমাম বাহিরে, তবুও নামায দুরুস্ত হইবে, অবশ্য যদি মুক্তাদী ইমামের আগে না হয়।

**৬। মাসআলা ঃ** আর যদি সকলেই বাহিরে দাঁড়ায়। এক দিকে ইমাম ও চারি দিকে মুক্তাদী দাঁড়ায় সেখানে এইরূপ নামায পড়ার নিয়ম আছে এবং তাহা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শর্ত এই যে,

যে দিকে ইমাম দাঁড়াইয়াছে সে দিকে কোন মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার নিকটবর্তী যেন না হয়। কেননা, এমতাবস্থায় ইমামের আগে বলিয়া গণ্য হইবে যাহা এক্তেদার জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি অন্য দিকে মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। নিম্নে একটি নক্‌শা দেওয়া গেল—

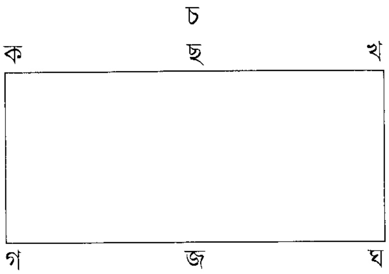


ক, খ, গ, ঘ কা'বা শরীফ। চ ইমাম ছাহেব, তিনি কা'বা হইতে দুই গজ দূরে দাঁড়াইয়াছেন এবং ছ ও জ মুক্তাদী, তাহারা কা'বার এক এক গজ দূরে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ছ চ এর দিকে দাঁড়াইয়াছে, জ অপর দিকে দাঁড়াইয়াছে, ছ এর নামায হইবে না, জ এর নামায হইবে।

## মৃত্যুর বয়ান[১]

১। **মাসআলা ঃ** যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার পা ক্বেব্‌লা দিকে করিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং মাথা উঁচু করিয়া দিবে যেন মুখ ক্বেব্‌লার দিকে হইয়া যায়। তাহার কাছে বসিয়া জোরে জোরে কলেমা পড়িবে। মৃত্যুর সময় রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, কাজেই তাহাকে পড়িবার জন্য জবরদস্তি করিবে না। কারণ, হয়ত তাহার মুখ দিয়া কোন খারাব কথা বাহির হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী লোকের পড়া শুনিলে আশা করা যায় যে, সেও পড়িয়া লইবে।

২। **মাসআলা ঃ** রুগ্ন ব্যক্তি একবার কলেমা পড়িয়া লইলেই চুপ হইয়া থাকিবে। এ চেষ্টা করিবে না, যেন সর্বদা কলেমা জারি থাকে এবং কলেমা পড়িতে পড়িতেই দম বাহির হয়। কেননা, মকছুদ শুধু এতটুকু—যেন দুনিয়ার মধ্যে তাহার সর্বশেষ কথা কলেমা হয়; তাহার পর যেন দুনিয়ার আর কোন কথা না হয়। কলেমা পড়িতে পড়িতে দম বাহির হওয়া যরূরী নহে। কলেমা পড়ার পরও আবার দুনিয়ার কোন কথা বলিলে পুনরায় কলেমা পড়িতে থাকিবে। এখন একবার কলেমা পড়িলেই আবার চুপ হইয়া থাকিবে।

টিকা

১ সকলেই সব সময় বিশেষতঃ রাতে শয়নকালে এবং রুগ্নাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবে। কাহারও দেনা-পাওনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবে, কাহারও আমানত থাকিলে তাহা ফেরত দিবে, কাহারও কোন হক নষ্ট করিয়া থাকিলে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। নামায, রোযা; হজ্জ, যাকাৎ ছুটিয়া গিয়া থাকিলে তাহা আদায় করিবে। নিজের সম্পত্তির কোন অংশ কোন ছদকায়ে জারিয়ার জন্য অছীয়ত করিবে। সারা জীবনের গোনাহ্‌র জন্য মা'ফ চাহিতে থাকিবে এবং তওবা এস্তেগফার ও এই কলেমা পড়িতে থাকিবে رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিল্ ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান্।'

**অর্থ**—আল্লাহ্‌কে রব্ব্ (পালনকর্তা) ইসলামকে ধর্ম এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, জল্‌দী জল্‌দী আট্‌কিয়া আট্‌কিয়া চলিতে থাকে, পা শিথিল হইয়া যায়, নাক বাঁকা হইয়া যায় এবং কানপট্টি বসিয়া যায় তখন জানিবে যে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন জোরে জোরে কলেমা পড়িবে।

৪। **মাসআলা ঃ** এইরূপ অবস্থায় নিকটে বসিয়া কেহ সূরা-ইয়াসীন পড়িলে মৃত্যুর কষ্ট কম হয়। অতএব, এইরূপ অবস্থায় সূরা-ইয়াসীন নিজে পড়িবে বা অন্যের দ্বারা পড়াইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** ঐ সময় এমন কোন কথা বলিও না, যাহাতে তাহার দিল দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কেননা, এখন দুনিয়া হইতে পৃথক হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়। এখন এমন কাজ কর এবং এমন কথা বল, যদ্দ্বারা দুনিয়া হইতে দিল উঠিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া যায়, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কল্যাণ ইহাতেই নিহিত। এসময় ছেলেপেলেকে সম্মুখে আনা কিংবা তাহার অন্য কোন মহব্বতের বস্তুকে কাছে আনা ও এইরূপ কথা বলা, যদ্দ্বারা তাহার মন এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার মহব্বত অন্তরে বসিয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। দুনিয়ার মহব্বত লইয়া বিদায় হইলে (নাউযুবিল্লাহ্) তাহার অপমৃত্যু হইল।

৬। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইবার সময় যদি তাহার মুখ দিয়া কুফরী বা খারাব কথা বাহির হয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, তাহা আলোচনাও করিবে না ; বরং মনে করিবে, হয়ত বেহুঁশীর সহিত বলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণার কারণে বেহুঁশ হইয়াছে এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় যাহাকিছু ঘটিবে সব মাফ। আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার মাগ্‌ফেরাতের জন্য দো'আ করিতে থাক।

৭। **মাসআলা ঃ** যখন দম বাহির হইয়া যায়, তখন হাত পা সোজা করিয়া দিবে, চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে, মুখ যাহাতে হা করিয়া না থাকিতে পারে সেজন্য চিবুক এবং মাথার সঙ্গে একখানা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে পা যাহাতে ফাঁক হইয়া যাইতে না পারে সেজন্য দুই পা সোজাভাবে একত্র করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী কিছুর দ্বারা বাঁধিয়া দিবে, সর্বশরীর একখানা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যথাসম্ভব জল্‌দী গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** মুখ, চোখ বন্ধ করিবার সময় পড়িবে—بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ○

৯। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহার নিকট লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া দিবে এবং হায়েয-নেফাসওয়ালী আওরত বা যাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইয়াছে এমন লোক তাহার নিকট থাকিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** গোসল দেওয়ার পূর্বে মৃতের নিকট কোরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত নহে।

(**মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া, নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হওয়া ইত্যাদি ভাল আলামত। আর কলেমা বা যিক্‌রের সহিত দম বাহির হওয়া আরও উত্তম। —যমীমা বেঃ জেওর ২য় খন্ড)

## মাইয়্যেতের গোসল

১। **মাসআলা ঃ** মৃত্যু হওয়া মাত্র সকলকে সংবাদ দিয়া কবর ও কাফনের বন্দোবস্তের জন্য লোক পাঠাইবে এবং গোসল দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। একখানা চওড়া তক্তা অথবা তক্তপোষের চতুর্দিকে ৩, ৫ বা ৭ বার লোবান অথবা আগর বাতি জ্বালাইয়া মোর্দাকে উহার উপর শোয়াইবে এবং তাহার পরিধানের সব কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া শুধু নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

২। **মাসআলা** ঃ যদি গোসল দেওয়ার জন্য কোন পৃথক স্থান থাকে, যাহাতে পানি অন্য দিকে বহিয়া যাইতে পারে, তবে ভাল কথা, নচেৎ কাঠ বা চৌকির নীচে গর্ত খুঁড়িবে যেন, পানি সেখানে জমা হয়। যদি গর্ত না খোঁড়ে এবং সমস্ত পানি ঘরে ছড়াইয়া পড়ে তবুও কোন গোনাহ্ হইবে না। উদ্দেশ্য শুধু যাতায়াতে যেন কাহারও কষ্ট না হয় এবং যেন পড়িয়া না যায়।

৩। **মাসআলা** ঃ মোর্দাকে গোসল দেওয়ার নিময় এই যে, প্রথমে তাহাকে এস্তেঞ্জা করাইয়া দিবে। কিন্তু খরবদার! তাহার কাপড়ের নীচের জায়গা স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। হাতে কিছু নেক্ড়া পেঁচাইয়া লইয়া কাপড়ের নীচে হাত প্রবেশ করাইয়া, প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইবে। তারপর ওযূর জায়গাসমূহ ওযূর তরতীব অনুসারে ধোয়াইবে; কিন্তু কুল্লি করাইবার, নাকে পানি দিবার এবং কব্জা পর্যন্ত হাত ধোয়াইবার আবশ্যক নাই। প্রথমে মুখ ধোয়াইবে, তারপর প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াইবে। তারপর মাথা মছেহ করাইবে। তারপর প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা তিন তিন বার ধোয়াইবে। যদি কিছু তূলা বা নেক্ড়া ভিজাইয়া তিনবার দাঁতের উপর দিয়া এবং নাকের ভিতর দিয়া হাত ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাও জায়েয। কিন্তু যদি গোসলের হাজতের অবস্থায় অথবা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে এইরূপে মুখে এবং নাকে পানি পৌঁছান যরূরী। গোসল দেওয়াইবার পূর্বে মোর্দার নাকে এবং কানে কিছু তূলা ভরিয়া দিবে যাহাতে পানি ঢুকিতে না পারে। এইরূপে ওযূ করাইবার পর মোর্দার মাথা সাবান, খইল অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে বাম কাতে শোয়াইয়া তাহার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর; মাথা হইতে পা পর্যন্ত বরৈ (কুল) পাতাসহ গরম পানি (দ্বারা তিন বা পাঁচবার) ঢালিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইবে। তারপর আবার ডান কাতে শোয়াইয়া বাম পার্শ্বেও এরূপ পানি দ্বারা তিন কি পাঁচবার ধোয়াইবে। এইরূপে গোসল হইয়া গেলে গোসলদাতা তাহার নিজের শরীরের সঙ্গে টেক লাগাইয়া মোর্দাকে কিঞ্চিৎ বসাইবে এবং আস্তে আস্তে তাহার পেটের উপর মালিশ করিবে। ইহাতে পেট হইতে যদি কিছু ময়লা বাহির হয়, তবে কুলুখ করাইয়া শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। এই ময়লা বাহির হওয়াতে মোর্দার ওযূ বা গোসল টুটিবে না। কাজেই ওযূ বা গোসল দোহ্রাইতে হইবে না, শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। তারপর আবার মোর্দাকে বামকাতে শোয়াইয়া কর্পূরের পানি তাহার সর্বশরীরে মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালিবে। তারপর শুক্না কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভাল মতে মুছিয়া দিয়া কাফন পরাইবে।

৪। **মাসআলা** ঃ বরৈর পাতা অভাবে শুধু পানি কিছু গরম করিয়া তাহা দ্বারা ৩ বার ধুইবে। খুব বেশী গরম পানি দ্বারা গোসল দিবে না। উপরে গোসলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে উহাই সুন্নত তরীকা। যদি তিনবার না ধুইয়া একবার মাত্র সর্ব শরীর পানি দ্বারা ধুইয়া দেয়, তাহাতেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ মোর্দাকে কাফনের উপর রাখিবার সময় স্ত্রীলোকের মাথায় এবং পুরুষের মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগাইয়া দিবে এবং কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে উভয় হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে—অর্থাৎ সজ্দার সকল জায়গায় কর্পূর লাগাইয়া দিবে। কেহ কেহ কাফনে আতর লাগায় বা তূলা লাগাইয়া কানে দেয়, তাহা করিবে না। ইহা মূর্খতা; শরীঅতে যতটুকু আছে তাহার অতিরিক্ত করিবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ মোর্দার চুল আঁচড়াইবে না, নখ, চুল ইত্যাদি কাটিবে না।

৭। **মাসআলাঃ** পুরুষের গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ পাওয়া না গেলে, তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মেয়েলোক মাহ্‌রাম হইলেও তাহাকে গোসল দিতে পারিবে না। তাহার স্ত্রী না থাকিলে তায়াম্মুম করাইতে হইবে। কিন্তু শরীরে হাত লাগাইবে না। তায়াম্মুম করাইবার সময় হাতে দস্তানা (বা কাপড়) পেঁচাইয়া লইবে।

৮। **মাসআলাঃ** স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে, ইহা জায়েয। কিন্তু মৃত্যু স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করিতে ও হাত লাগাইতে পারিবে না; কিন্তু দেখা বা কাপড়ের উপর দিয়া হাত লাগান দুরুস্ত আছে।

৯। **মাসআলাঃ** যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে তাহার জন্য মোর্দাকে গোসল দেওয়া মকরূহ্ এবং নিষেধ।

১০। **মাসআলাঃ** যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আত্মীয়, তাহারই গোসল দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি এরূপ লোক গোসল না দিতে পারে, তবে যথাসাধ্য কোন দীনদার পরহেযগার লোকেই গোসল দেওয়া ভাল।

১১। **মাসআলাঃ** গোসল দিবার সময় যদি দূষণীয় কিছু দৃষ্ট হয় বা খোদা না করুন মোর্দার চেহারা কাল বা বিকৃত দেখা যায়, তবে খবরদার! কস্মিনকালেও কাহারও নিকট বলিবে না এবং আলোচনাও করিবে না; ইহা না-জায়েয। অবশ্য ঐ মৃত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ—যথা, নাচ বা গান-বাদ্য কিংবা ব্যভিচার করিত (অথবা সুদ, ঘুষ খাইত বা যুলুম করিত,) তবে অন্য লোকে যাহাতে এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে, তদুদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করা জায়েয আছে।

## বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলাঃ** পানিতে ডুবিয়া কেহ মারা গেলে তাহাকে পানি হইতে উঠাইবার পর গোসল দেওয়া ফরয। মৃত্যুর পর পানিতে শরীর ধোয়া হইয়াছে বলিয়া গোসল মা'ফ হইবে না। কেননা, গোসল দেওয়া জীবিত লোকের উপর ফরয; তাহাদের ফরয ইহাতে আদায় হয় নাই। অবশ্য পানি হইতে উঠাইবার সময় যদি গোসলের নিয়্যত করিয়া পানিতে নাড়াচাড়া দিয়া উঠায়, তবে তাহাতে গোসল হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন মৃতের উপর বৃষ্টির পানিতে বা অন্য কোন উপায়ে তাহার শরীর ধুইয়া যায়, তবুও তাহাকে গোসল দেওয়া জীবিত লোকদের উপর ফরয হইবে।

২। **মাসআলাঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোকের শুধু মাথা (বা হাত) পাওয়া যায়, তবে উহাকে গোসল দিতে হইবে না, অমনিই দাফন করিয়া রাখিবে। আর যদি শরীরের অর্ধেকের বেশী পাওয়া যায়—মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক কিংবা মাথাসহ অর্ধেক পাওয়া যায়—তবুও গোসল দিতে হইবে। (জানাযাও পড়িতে হইবে, নতুবা নহে।) আর যদি কম অর্ধেক পাওয়া যায়, মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক, তবে গোসলের দরকার হইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোক মুসলমান, না অমুসলমান, চিনা না যায়, তবে (মুসলমানের কোন আলামত পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং জানাযা পড়িতে হইবে। একান্ত যদি কোনই আলামত না পাওয়া যায়, তবুও) দারুল ইসলামে ঐ লোক পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে; (দারুল ইসলাম না হইলে এবং মুসলমানের কোন চিহ্নও পাওয়া না গেলে, গোসল দিতে বা জানাযা পড়িতে হইবে না।)

৪। **মাসআলা** ঃ যদি মুসলমান এবং কাফেরদের লাশ একত্রে মিশিয়া যায় এবং মুসলমান অমুসলমান চিনিতে পারা যায়, তবে শুধু মুসলমানদের লাশ বাছিয়া তাহাদের গোসল দিতে হইবে, আর চিনা না গেলে সকলকে গোসল দিতে হইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ যদি কোন মুসলমানের কোন কাফির আত্মীয় মারা যায়, তবে তাহাকে তাহার স্বধর্মীদের হাওলা করিয়া দিবে এবং যদি এই মুসলমান ছাড়া তাহার ধর্মের কেহ তাহার কাফন-দাফন করিবার না থাকে, বা নিতে না চায় তবে এই মুসলমানই অগত্যা তাহাকে গোসল দিবে। কিন্তু সুন্নত তরীকা অনুযায়ী গোসল দিবে না, অর্থাৎ, ওযূ করাইবে না, মাথাও পরিষ্কার করিবে না, কাফুর বা খোশ্‌বু লাগাইবে না, নাপাক বস্তু ধোয়ার ন্যায় ধুইবে, কাফিরকে সাতবার ধুইলেও সে পাক হইবে না। যদি কেহ তাহাকে লইয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ মুসলিম রাজ্যের রাজদ্রোহী বা ডাকাত যদি যুদ্ধের সময় মারা যায় তাহাকে গোসল দিবে না।

৭। **মাসআলা** ঃ মৃত মোর্তাদ (ইসলামত্যাগী)কে গোসল দিবে না এবং যে ধর্মে সে গিয়াছে সে ধর্মাবলম্বীরা তাহার লাশ চাহিলে তাহাদিগকেও দিবে না।

৮। **মাসআলা** ঃ পানির অভাবে যদি কোন মৃতকে তায়াম্মুম করান হয় এবং পরে পানি পাওয়া যায়, তবে পানি দিয়া তাহাকে গোসল দিতে হইবে।

(**মাসআলা** ঃ মৃত ব্যক্তিকে যে গোসল দিবে তাহার আগে ওযূ এবং পরে গোসল করা মোস্তাহাব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। গোসল দেওয়ার মজুরী লওয়া জায়েয নহে, ছাওয়াবের নিয়্যতে দেওয়া উচিত।)

## কাফন

১। **মাসআলা** ঃ (পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা-ইযার, কোর্তা এবং চাদর।) স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা, কোর্তা, ইযার, ছেরবন্দ, চাদর এবং সীনাবন্দ। ইযার মাথা হইতে পা পর্যন্ত, চাদর উহা হইতে হাতখানেক বড় এবং কোর্তা গলা হইতে পা পর্যন্ত হইবে; কিন্তু কোর্তার কল্লি বা আস্তিন হইবে না। (শুধু মাঝখান দিয়া কিছু ফাড়িয়া মাথা ঢুকাইয়া দিতে হইবে।) ছেরবন্দ (১২ গিরা চওড়া এবং) তিন হাত লম্বা এবং সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নীচ হইতে রান পর্যন্ত হইবে, লম্বায় এতটুকু হইতে হইবে যেন বাঁধা যায়।

২। **মাসআলা** ঃ স্ত্রীলোকের কাফন যদি পাঁচখানা না দিয়া ইযার, চাদর এবং ছেরবন্দ মাত্র এই তিনখানা কাপড় দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে, ইহাই যথেষ্ট। তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্। আর অক্ষম হইলে তিন কাপড়ের চেয়েও কম দেওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা** ঃ সীনাবন্দ যদি ছাতি হইতে নাভি পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু রান (হাঁটুর উপর) পর্যন্ত দেওয়া উত্তম।

৪। **মাসআলা** ঃ কাফন পরাইবার পূর্বে তাহাতে তিনবার কিংবা পাঁচবার লোবান বা আগর বাতির ধুনি দেওয়া উচিত।

৫। **মাসআলা** ঃ কাফন পরাইবার নিয়ম ঃ (খাটলির উপর) সর্ব প্রথমে (নীচে) চাদর, তাহার উপর ইযার, তাহার উপর কোর্তার নীচের পাট বিছাইবে, উপরের পাট গোছাইয়া মাথার কাছে রাখিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে গোসলের পানি মুছাইয়া একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া আস্তে

আনিয়া কাফনের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং কোর্তা পরাইয়া দিবে। তারপর যদি পুরুষ হয়, তবে শুধু ইযার এবং চাদর লেপ্‌টাইয়া দিবে। আর যদি মেয়েলোক হয়, তবে তাহার চুলগুলি দুই ভাগ করিয়া ডানে বামে কোর্তার উপর দিয়া বুকের উপর রাখিয়া দিবে এবং ছেরবন্দ দ্বারা মাথা ঢাকিয়া ঐ দুই ভাগ চুলের উপর দুই দিকে ছেরবন্দের কাপড়খানা রাখিয়া দিবে। এই কাপড়ে গিরাও দিবে না পেঁচাইবেও না। তারপর ইযারের বাম পার্শ্ব (মোর্দার বাম পার্শ্বে) আগে উঠাইবে এবং ডান পার্শ্বে পরে উঠাইয়া তাহার উপর রাখিবে, তারপর সীনাবন্দ দ্বারা সীনা পেঁচাইয়া দিবে, তারপর চাদর পেঁচাইয়া দিবে—বাম পার্শ্ব নীচে এবং ডান পার্শ্ব উপরে থাকিবে। তারপর একটা সূতা দ্বারা কাফনের পায়ের দিক একটা সূতা দ্বারা মাথার দিক বাঁধিয়া দিবে এবং কোন কিছুর দ্বারা কোমরের দিকে এক বাঁধ দিয়া দিলে ভাল হয়— যাহাতে কবরস্থানে লইয়া যাইবার সময় খুলিয়া না যায়—(কবরে রাখিয়া এই সব বাঁধ খুলিয়া দিবে।)

৬। **মাসআলা ঃ** সীনাবন্দ যদি ছেরবন্দের পর ইযার পেঁচাইবার আগে বাঁধিয়া দেয় তাহাও জায়েয আছে। (কোর্তার উপর) বা সব কাফনের উপর দেওয়াও জায়েয।

৭। **মাসআলা ঃ** (মোর্দা মেয়েলোক হইলে) মেয়ে মহলে এই পর্যন্তই কাজ হইবে। তারপর পুরুষদিগকে ডাকিয়া তাহাদের হাওয়ালা করিয়া দিবে। তাহারা জানাযা পড়িয়া দাফন করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িয়া দেয়, তবুও জায়েয হইবে। (পুরুষের অভাবে মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িবে এবং দাফনও করিবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** কাফনের মধ্যে বা কবরের মধ্যে আ'হাদনামা, পীরের শাজ্‌রা অথবা অন্য কোন দো'আ কালাম লিখিয়া রাখা বা কাফনের উপর অথবা সীনার উপর কালি বা কর্পূর দ্বারা কোন দো'আ বা কলেমা-কালাম লিখিয়া দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য (খালি আঙ্গুলে কলেমা বা আল্লাহ্‌র নাম লিখিয়া দেওয়া বা) কা'বা শরীফের গেলাফ বা পীরের রুমাল ইত্যাদি বরকতের জন্য সঙ্গে দেওয়া জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে তাহার নাম রাখিবে, উপরোক্ত নিয়মে গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায পড়িয়া দাফন করিবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হইয়াছে, প্রসবকালে জীবিত হওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায় নাই, তাহাকেও গোসল দিতে হইবে এবং তাহার নামও রাখিতে হইবে। কিন্তু নিয়ম মত কাফন দেওয়া (ও জানাযা পড়ার) আশ্যক নাই। একখানা কাপড় লেপ্টাইয়া কবরে মাটি দিয়া রাখিলেই চলিবে।

## (শিশুর কাফন)

১২। **মাসআলা ঃ** অকালে গর্ভপাত হইলে যদি সন্তানের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রকাশ না পায়, তবে গোসল ও নিয়মিত কাফন দিবে না। শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া একটি গর্ত খুড়িয়া মাটির নিচে পুতিয়া রাখিবে। আর যদি হাত, পা, নাক ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে উহাকে মোর্দা বাচ্চা মনে করিতে হইবে এবং নাম রাখিতে হইবে, গোসল দিতে হইবে; কিন্তু জানাযার নামায পড়িতে বা নিয়মিত কাফন দিতে হইবে না, শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দাফন করিয়া রাখিতে হইবে।

**১৩। মাসআলা ঃ** যে সময় সন্তানের মাথা বাহির হইয়াছে সে সময় জীবিত থাকার আলামত পাওয়া গেলেও যদি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, তবে ঐ বাচ্চাকে মোর্দাই পয়দা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অবশ্য যদি বুক পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, বা উল্টা বাহির হইলে নাভি পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে উহাকে জীবিত পয়দা হইয়াছে মনে করিবে।

**১৪। মাসআলা ঃ** মেয়ে যদি ছোট হয় কিন্তু বালেগা হওয়ার কাছাকাছি হয়, তবে তাহাকে বয়স্কা আওরতের নিয়মে (পাঁচ কাপড়ে) কাফন দেওয়া সুন্নত, তিন কাপড়ে দিলেও চলিবে। বয়স্কা এবং কুমারী ও ছোট মেয়েদের জন্য একই হুকুম। কিন্তু বয়স্কাদের জন্য ইহা তাকীদী হুকুম, যদি কিছু ছোট হয়, তবে তাহাকেও ঐ নিয়মেই কাফন দেওয়া উত্তম।

**১৫। মাসআলা ঃ** যদি অত্যন্ত ছোট মেয়ে হয় যে, এখনও বালেগা হইতে অনেক দেরী, তাহার জন্যও আওরতের নিয়মে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিবে। যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুই কাপড়ে কাফন দেয়, তাহাও জায়েয আছে।

**১৬। মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেকে মেয়েলোকেরাও উপরোক্ত নিয়মে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে। অবশ্য কাপড় পুরুষের নিয়মে দিতে হইবে অর্থাৎ এক চাদর, এক ইযার ও এক কোর্তা।

**১৭। মাসআলা ঃ** পুরুষের কাফনে যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুইখানা কাপড় দেয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, দুইখানার চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্; অক্ষম হইলে দুইখানার চেয়ে কমও মকরূহ্ নহে।

**১৮। মাসআলা ঃ** জানাযার উপর যে চাদর ঢাকিবার জন্য দেওয়া হয়, তাহা কাফনের মধ্যে শামিল নহে।

**১৯। মাসআলা ঃ** যে শহরে মৃত্যু হয়, সেইখানেই কাফন-দাফন করা ভাল, অন্যত্র লইয়া যাওয়া ভাল নহে। (অবশ্য প্রয়োজন হইলে দুই এক মাইল দূরে নেওয়ায় দোষ নাই।)

## বেঃ গওহর হইতে

**১। মাসআলা ঃ** যদি কোথায়ও কোন মৃত লোকের কোন অঙ্গ যথা,—মাথা, হাত বা পা, অথবা মাথা ছাড়া শরীরের অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে তাহা শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দিলেই চলিবে। আর যদি মাথাসহ অর্ধেক অথবা মাথা ছাড়া বেশী অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে নিয়ম মত কাফন দিতে হইবে।

**২। মাসআলা ঃ** যদি কোথাও কবর খুড়িয়া মোর্দার লাশ পাওয়া যায়, যদি লাশ না পচিয়া থাকে 'আর তাহার শরীরে কাফন না থাকে, তবে তাহাকে সুন্নত নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি শরীর পচিয়া গিয়া থাকে, তবে নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দেওয়ার দরকার নাই; শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া মাটি দিয়া দিলেই চলিবে।

(**মাসআলা ঃ** জীবিতাবস্থায় যে যে মূল্যের কাপড় পরে, মৃতাবস্থায়ও তাহাকে সেইরূপ মূল্যের কাপড় দেওয়া ভাল। যদি কাফনের কাপড় নূতন না হয়, পুরাতন পাক ছাফ হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই। গোসল দিবার জন্য যেসব পাক ছাফ লোটা, ঘড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাও পুরাতন হইলে কোনই দোষ নাই।)

(**মাসআলা ঃ** পুরুষের জানাযা চাদর দিয়া ঢাকা যরূরী নহে, কিন্তু স্ত্রীলোকের জানাযার উপর পর্দা করা যরূরী। তবে এই চাদর কাফনের মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই এতীমের মাল দ্বারা ইহা খরিদ করা যাইবে না, অন্য কেহ খরিদ করিয়া দিতে পারে বা পুরাতন চাদর ব্যবহার করিতে পারে।) —অনুবাদক

## জানাযার নামায

জানাযার নামায বাস্তবে আল্লাহ্ পাকের নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। (জীবিত লোকদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াছে তাহাদের উপর জানাযার নামায ফরযে কেফায়া।)

১। **মাসআলা ঃ** অন্যান্য নামায ওয়াজিব হওয়ার যে সব শর্ত উপরে বর্ণিত হইয়াছে জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তও তাহাই। অবশ্য ইহাতে একটি শর্ত বেশী আছে তাহা এই যে, উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানা থাকা চাই, এই খবর যাহার জানা নাই সে অক্ষম। জানাযার নামায তাহার উপর যরূরী নহে।

২। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য দুই প্রকারের শর্ত আছে। এক প্রকারের শর্ত মুছল্লির অন্যান্য নামাযের মত, যথা—জায়গা পাক, জামা পাক, সতর ঢাকা, ক্বেব্‌লা রোখ হওয়া, নিয়্যত করা। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্য ওয়াক্তের শর্ত নাই এবং জানাযার জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। অন্যান্য জমা'আত বা ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মুছল্লী যে স্থানে দাঁড়াইবে সেই স্থান পাক না হইলে নামায ছহীহ্ হইবে না।

অতএব, যদি কেহ জুতা পায়ে দিয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর ও তলা এবং জুতার নীচের জায়গা পাক হইলে নামায হইবে, নতুবা নহে। আর যদি জুতা পা হইতে খুলিয়া জুতার উপর দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর এবং তলা পাক হওয়া চাই (নীচের জায়গা পাক না হইলেও চলিবে) অধিকাংশ লোক এদিকে খেয়াল রাখে না, কাজেই নামায হয় না।

জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রকারের শর্ত মাইয়্যেত সম্পর্কে ছয়টি—(১) মাইয়্যেত মুসলমান হওয়া। মাইয়্যেত কাফির বা মুরতাদ হইলে নামায জায়েয নহে। মুসলমান যদি ফাসেক বা বেদ'আতীও হয়, তবুও নামায জায়েয হইবে; কিন্তু মুসলমান বাদশাহ্‌র বিদ্রোহী বা ডাকাত যদি বিদ্রোহের বা ডাকাতির অবস্থায় মারা যায় তবে তাহাদের জানাযা পড়া যাইবে না; যুদ্ধের পরে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গেলে জানাযা পড়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন দুরাচার তাহার পিতা বা মাতাকে হত্যা করে, এবং ইহার সাজা স্বরূপ সে মারা যায়, তবে শাসনের জন্য তাহারও জানাযা পড়া যাইবে না। ইচ্ছাপূর্বক যে আত্মহত্যা করে তাহার জানাযা ছহীহ্ ক্বওল মতে পড়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে না-বালেগ ছেলে বা বাপ-মা মুসলমান, তাহাকে মুসলমানই ধরা যাইবে এবং তাহার জানাযা পড়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতের অর্থ যে জীবিত জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মারা গিয়াছে; যাহার জন্মই হইয়াছে মৃতাবস্থায় তাহার জানাযা দুরুস্ত নহে।

২য় শর্ত (মাইয়্যেতের পক্ষে) এই যে, মাইয়্যেতের শরীর এবং কাফন পাক হওয়া চাই। (যে স্থানে মাইয়্যেতকে রাখা হইয়াছে সে স্থানও পাক হওয়া চাই এবং মাইয়্যেতের সতরও ঢাকা হওয়া চাই;) কিন্তু যদি (কাফন পরাইবার পর) মাইয়্যেতের শরীর হইতে কোন নাপাকী বাহির হয়, একারণে তাহার শরীর একেবারে নাপাক হইয়া যায়, তবে জানাযায় ব্যাঘাত জন্মাইবে না, নামায দুরুস্ত হইবে। (কাফন পরাইবার আগে বাহির হইলে ধুইয়া দিতে হইবে।)

**৬। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে যদি গোসল দেওয়া না হয়, বা গোসল অসম্ভব হইলে তায়াম্মুমও করান না হয়, তবে জানাযা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি গোসল এবং জানাযা ছাড়া মাটি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কবর আর খোঁড়া যাইবে না; কবরের উপরই জানাযা পড়িতে হইবে।

যদি ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ কাহাকেও বিনা গোসলে জানাযা পড়িয়া কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছহীহ্ হয় নাই; পুনঃ কবরের উপর জানাযা পড়িতে হইবে। কেননা, এখন আর গোসল দেওয়া বা তায়াম্মুম করান সম্ভব নহে। কাজেই নামায হইয়া যাইবে।

**৭। মাসআলাঃ** কোন মুসলমানকে যদি বিনা জানাযায় কবর দেওয়া হয়, তবে কবরের উপরই তাহার জানাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু কত দিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযা পড়া যাইবে সে সম্বন্ধে ছহীহ্ মত এই যে, অনুমানে যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ না ফাটে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া যাইবে। কত দিনে যে লাশ ফাটে, তাহা দেশ, কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কাজেই তাহার কোন সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে না। এসম্বন্ধে বহুদর্শী জ্ঞানীগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ তিন দিন, কেহ দশ দিন এবং এক মাস সময় ধার্য করিয়াছেন। (ইহা তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারেই করিয়াছেন।)

**৮। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে যে স্থানে রাখা হয় ঐ স্থানটি পাক হওয়া শর্ত নহে, মাইয়্যেত পাক খাটলির উপর থাকিলে, খাটলি রাখিবার জায়গা যদি পাক নাও হয়, তবুও নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি খাটলি নাপাক হয়, বা মাইয়্যেত নাপাক জায়গায় (খাটলি ছাড়া) রাখা হয়, তবে নামায ছহীহ্ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কোন কোন আলেমের মতে মাইয়্যেতের স্থান পাক হওয়া শর্ত, কাজেই নামায হইবে না। কাহারও মতে শর্ত নহে, কাজেই নামায ছহীহ্ হইবে। (কিতাবে ছহীহ্ না হওয়ার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।)

৩য় শর্ত (মাইয়্যেতের) এই যে, জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য মাইয়্যেতের সতর ঢাকা হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত উলঙ্গ হয়, তবে নামায হইবে না। অবশ্য (জীবিতাবস্থায়) যে পরিমাণ ফরয, সে পরিমাণ সতর যদি ঢাকা হয়, তবে নামায হইবে।

৪র্থ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত নামাযীদের সামনে হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত নামাযীর পিছনে থাকে, তবে নামায হইবে না।

৫ম শর্ত এই যে, মাইয়্যেত অথবা মাইয়্যেতের খাটলি মাটিতে থাকা চাই। নামাযের সময় যদি মাইয়্যেত লোকের হাতের উপর, কাঁধের উপর বা গাড়ীর উপর রাখা থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত উপস্থিত থাকা চাই, অনুপস্থিত মাইয়্যেতের উপর নামায পড়িলে (আমাদের হানাফী মযহাবে) নামায দুরুস্ত হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে দুইটি কাজ ফরয। যথা ঃ—(১) চারিবার আল্লাহু আক্‌বর বলা, যেমন চারি তক্‌বীর চারি রাকা'আত। (২) দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়া। অন্যান্য ফরয এবং ওয়াজিব নামায যেমন দাঁড়াইয়া পড়া ফরয, জানাযার নামাযও তদ্রূপ দাঁড়াইয়া পড়া ফরয। বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া পড়িলে দুরুস্ত হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে রুকূ, সজ্‌দা, ক্বা'দা, ক্বওমা, জলসা ও আত্তাহিয়্যাতু নাই।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযে তিনটি কাজ সুন্নত—(১) প্রথম তক্‌বীরের পর ছানা পড়া। (২) দ্বিতীয় তক্‌বীরের পর দুরূদ পড়া। (৩) তৃতীয় তক্‌বীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করা। জানাযার নামাযের জন্য জমা'আত শর্ত নহে। অতএব, যদি মাত্র একজন লোকে, পুরুষ বা স্ত্রী, বালেগ বা না-বালেগ জানাযার নামায পড়ে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কিন্তু এক্ষেত্রে জমা'আতের আবশ্যকতা অতি বেশী। কেননা, জানাযার নামায প্রকৃত প্রস্তাবে মাইয়্যেতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ' করা ও দো'আ চাওয়া, বহু সংখ্যক লোক একত্র হইয়া যদি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করে, তবে সে দো'আ কবূল হইবার এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হইবার আশা খুব বেশী হয়, (কাজেই লোক যত বেশী হইবে এবং দো'আ যত ভারী হইবে, ততই ভাল হইবে।)

১৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায পড়িবার সুন্নত তরীকা এই যে, মাইয়্যেতকে ক্বেব্‌লার দিকে সামনে রাখিয়া, ইমাম মাইয়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াইবে এবং সকলে এই নিয়্যত করিবে—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَدُعَاءً لِّلْمَيِّتِ ○

বাংলা নিয়ত এই—আমি জানাযার ফরযে কেফায়া নামায পড়িতেছি, যাহা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামায এবং এই মাইয়্যেতের জন্য দো'আ।

(কিংবা এইভাবেও নিয়্যত করিতে পারে—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّیَ اَرْبَـعَ تَكْبِيْـرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَالصَّلٰوةُ عَلَی النَّبِیِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ○

মাইয়্যেত স্ত্রীলোক হইলে لهذا الميت স্থলে لهذه الميت এইরূপে নিয়্যত করিয়া একবার (الله اكبر) আল্লাহু আক্‌বার বলিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার মত বাঁধিবে এবং পড়িবে— سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরর দিকে মাথা উঠাইয়া চাহিবে না।) তারপর নিম্নের দুরূদ শরীফ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓی اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْتَ عَلٰٓی اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

তারপর 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরের দিকে চাহিবে না এবং) মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করিবে। মাইয়্যেত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ○

**অর্থ**—আয় আল্লাহ্, (আমরা তোমার বন্দা,) আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ, স্ত্রী সকলের গোনাহ্ দয়া করিয়া মা'ফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্, আমাদের যাহাকে তুমি জীবিত রাখ, ইসলামের সহিত জীবিত রাখিও এবং যাহাকে মৃত্যু দান কর, ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিও।

মাইয়্যেতের দো'আর জন্য হাদীস শরীফে এই দো'আটিও আসিয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُوْلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ○

**অর্থ**—আয় আল্লাহ্, তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর তোমার রহ্‌মত নাযিল কর, তাহাকে চিরস্থায়ী সুখ দান কর, তাহার ভুল-ত্রুটি মা'ফ করিয়া দাও; তাহাকে সম্মানিত কর, তাহার স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও। পানি, বরফ এবং শিলার দ্বারা তাহাকে (পাপরাশিকে) ধৌত করিয়া দাও। ময়লা কাপড় যেমন ধুইয়া সাদা পরিষ্কার করা হয়, তাহাকে পাপের ময়লা হইতে সেইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও। এই জগতের বাড়ী, সঙ্গী এবং যুগল হইতে উত্তম বাড়ী, উত্তম সঙ্গী এবং উত্তম যুগল তাহাকে দান কর, তাহাকে বেহেশ্‌ত দান কর এবং কবরের ও দোযখের আযাব হইবে তাহাকে রক্ষা কর।

এই দুইটি দো'আর যে কোন একটি পড়িলেই কাজ চলে, কিন্তু উভয় দো'আই যদি পড়া হয়, তবে আরও ভাল হয়। আল্লামা শামী এই দুইটি দো'আকে একত্র করিয়া লিখিয়াছেন। এই দুইটি ছাড়া আরও দো'আ হাদীস শরীফে আসিয়াছে, তাহার যে কোন একটি বা সবগুলিও পড়া যায়।

মাইয়্যেত যদি না-বালেগ ছেলে হয়, তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ○

**অর্থ**—আয় আল্লাহ্! এই নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যখিরা বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিও।

মাইয়্যেত না-বালেগা মেয়ে হইলে এই দো'আ পড়িব—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ○

এইরূপ দো'আ পড়ার পর চতুর্থ বার আল্লাহু আকবর বলিবে (হাত উঠাইবে না) এবং তক্‌বীর বলার পর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্ বলিয়া (ডানে বামে) সালাম ফিরাইবে যেরূপ নামাযে সালাম ফিরাইতে হয়। জানাযার নামাযে আত্তাহিয়্যাতু বা কোরআন পাঠ ইত্যাদি নাই।

**১৪। মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের জন্য একই রূপ, শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, ইমাম তক্‌বীরগুলি এবং উভয় দিকে সালামদ্বয় উচ্চ স্বরে বলিবে, মুক্তাদিগণ নীরবে বলিবে। এতদ্ব্যতীত ছানা, দুরূদ এবং দো'আ ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নীরবে পড়িবে।

**১৫। মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে তিন কাতার হওয়া মোস্তাহাব। এমন কি, মাত্র সাতজন হইলেও একজনকে ইমাম বানাইয়া বাকী ছয়জন এইরূপে দাঁড়াইবে ঃ প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন।

**১৬। মাসআলা ঃ** অন্যান্য নামায যেসব কারণে ফাসেদ হইয়া যায়, জানাযার নামাযও সেইসব কারণে ফাসেদ হয়। পার্থক্য এতটুকু যে, জানাযার নামাযে জোরে হাসিলেও ওযূ টুটিবে না। কোন স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

**১৭। মাসআলা ঃ** পাঞ্জেগানা নামাযের মসজিদে বা জামে মসজিদে বা ঈদের নামাযের জন্য যে মসজিদ তৈয়ার করা হইয়াছে, তথায় জানাযার নামায মকরূহ্। জানাযা মসজিদের ভিতরে থাকুক কিংবা বাহিরে। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্যই যদি কোন মসজিদ পৃথকরূপে অথবা কোন মসজিদের সংলগ্নে কোন স্থান প্রস্তুত করা হয়, তবে তথায় জানাযা পড়া মকরূহ নহে।

**১৮। মাসআলা ঃ** জমা'আত বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে এই নামাযে বেশী দেরী করা মক্‌রূহ্।

**১৯। মাসআলা ঃ** বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া বসিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

**২০। মাসআলা ঃ** যদি কয়েকটি মাইয়্যেত একত্রে আসিয়া পড়ে, তবে প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জানাযা পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কেহ সকলের জানাযা এক সঙ্গে পড়িতে চাহে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। যদি সেইরূপ করিতে চাহে, তবে মাইয়্যেতকে পাশে পাশে এরূপভাবে সকলের মাথা একদিকে এবং সকলের পা এক দিকে রাখিবে, যেন ইমাম সকলেরই সীনা বরাবর দাঁড়াইতে পারে।

**২১। মাসআলা** যদি স্ত্রী, পুরুষ, বালেগ, না-বালেগ কয়েক প্রকারের মাইয়্যেতের এইরূপ একত্রে জানাযা পড়িতে হয়, তবে তাহাদিগকে এই তরতীবে রাখিতে হইবে ঃ—প্রথম পুরুষদের, তারপর না-বালেগ ছেলেদের, তারপর (খোঁজা মুসলিমের,) তারপর স্ত্রীলোকদের এবং তারপর না-বালেগা মেয়েদের লাশ রাখিবে।

**২২। মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের জমা'আতে যদি কেহ আসিয়া দেখে যে, নামায শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে অন্যান্য নামাযের ন্যায় আসা মাত্রই তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া জমা'আতে দাখিল হওয়া উচিত নহে; বরং পুনরায় ইমামের তক্‌বীর বলার এন্তেযার করা উচিত। যখন ইমাম তক্‌বীর বলিবেন, তখন এই মছ্‌বুক ব্যক্তি তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইহাই তাহার জন্য তক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলিয়া গণ্য হইবে। তারপর যখন ইমাম স্বীয় নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে, তখন সে সালাম ফিরাইবে না; বরং যে কয়টি তক্‌বীর তাহার জমা'আতে দাখিল হইবার পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবে। এই তক্‌বীরগুলি আদায় করিবার সময় দো'আ পড়ার দরকার নাই। (কারণ, মাইয়্যেতকে তখনই উঠাইয়া লওয়া হইবে।) সে মাত্র যে কয়টি তক্‌বীর তাহার ছুটিয়াছে সেই কয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে। (কিন্তু যদি কেহ চতুর্থ তক্‌বীরও বলার পর সালাম ফিরানের পূর্বে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া

সালাম ফিরানের পূর্বেই জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইমামের সালাম ফিরানের পর মাইয়্যেতকে উঠানের পূর্বেই তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে।)

২৩। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ জমা'আতে উপস্থিত ছিল এবং নামায শুরু করার জন্য প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু অলসতা বা অন্য কোন কারণে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তক্‌বীর বলিতে পারে নাই, তবে সে দ্বিতীয় তক্‌বীরের এন্তেযার করিবে না, ইমামের দ্বিতীয় তক্‌বীর বলিবার পূর্বেই প্রথম তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে!

২৪। **মাসআলা** ঃ জানাযার নামাযে মছবুকের যদি এই আশংকা হয় যে, দো'আ পড়িতে গেলে মাইয়্যেতকে উঠাইয়া লওয়া হইবে, তবে সে দো'আ পড়িবে না, শুধু তক্‌বীর বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

২৫। **মাসআলা** ঃ অন্যান্য নামাযে লাহেকের যে হুকুম, জানাযার নামাযের লাহেকেরও সেই হুকুম।

২৬। **মাসআলা** ঃ জানাযার নামাযে ইমামতের অধিকার সর্বপ্রথমে মুসলমান বাদশাহ্‌র, তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীতে অন্যের চেয়ে কমই হউক না কেন। বাদশাহ্ স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, তাঁহার নিযুক্ত 'আমীর' (শাসনকর্তা) তারপর প্রধান বিচারক (ক্বাযীউল ক্বোযাত)। ক্বাযীও যদি উপস্থিত না থাকে, তবে তাঁহার নায়েব ইমামতের অধিকার পাইবেন। বাদশাহ্‌র পক্ষের এইসব ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অন্যকে ইমাম করা জায়েয নহে, তাঁহাদিগকে ইমাম করা ওয়াজিব।

বাদশাহ্‌র পক্ষের কেহ না থাকিলে ইমামতের হক্ মহল্লার ইমামের। কিন্তু মাইয়্যেতের ওলীদের মধ্যে যদি কেহ মহল্লার ইমাম অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত থাকে, তবে মহল্লার ইমামের হক্ হইবে না, ওলীরই হক্ হইবে। ওলী নিজেই নামায পড়াইবে, অথবা সে যাহাকে অনুমতি দিবে সে পড়াইবে।

ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন কেহ নামায পড়ায় যাহার ইমামতের হক্ নাই, তবে ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারিবে। এমন কি, যদি কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবুও লাশ না ফাটিয়া থাকিলে কবরের উপরও নামায পড়িতে পারিবে।

২৭। **মাসআলা** ঃ যদি ওলীর বিনা অনুমতিতে এমন কোন লোক নামায পড়ায়, ইমামত করিবার যাহার অধিকার আছে, তবে আবার মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে না। এরূপে ওলী যদি তখনকার বাদশাহ্ ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে নামায পড়ায়, তবে তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদি প্রমুখের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, বরং ছহীহ্ এই যে, যদি তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদির উপস্থিত থাকাকালীন মাইয়্যেতের ওলী নামায পড়ে তবুও বাদশাহ্ ইত্যাদির পুনরায় নামায পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, যদিও এমতাবস্থায় বাদশাহ্‌কে ইমাম না বানাইলে মাইয়্যেতের ওলীদের উপর ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্ হইবে। সারকথা—এক জানাযার নামায কয়েকবার পড়া জায়েয নাই, অবশ্য মাইয়্যেতের ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন লোক পড়ায় যাহার নামায পড়াইবার হক নাই, তবে মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে।

(**মাসআলা** ঃ বাপ থাকিলে বাপ ওলী হইবে, অন্যথায় ছেলে ওলী হইবে। কয়েক ছেলে থাকিলে বড় ছেলে ওলী হইবে। ছেলে না থাকিলে ভাই ওলী হইবে। কয়েক ভাই থাকিলে

বড় ভাই ওলী হইবে। ভাই না থাকিলে চাচা ওলী হইবে। কয়েক চাচা থকিলে বড় চাচা ওলী হইবে ইত্যাদি।)

**মাসআলা ঃ** ছেলে আলেম এবং বাপ মূর্খ হইলে বাপের উচিত ছেলেকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া। এইরূপে ছোট ভাই আলেম, বড় ভাই মূর্খ হইলে বড় ভাই ছোট ভাইকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

**মাসআলা ঃ** স্ত্রীর কাফন তাহার স্বামীর যিম্মায় হইবে এবং যদি কেহ ওলী না থাকে, তবে স্বামী নামায পড়াইবে। যদি ওলী, স্বামী কেহই না থাকে, তবে প্রতিবেশীর মধ্যে যে উপযুক্ত হইবে সে-ই নামায পড়াইবে।

**মাসআলা ঃ** কাফন-দাফনের খরচ মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লইতে হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে ওয়ারিশগণ দিবে। যদি ওলী বা ওয়ারিশ কেহ না থাকে তবে কাফন খরচ মুসলমান সমাজকে দিতে হইবে। মৃতের কাফন-দাফন করা ফরয। যদি পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণের কাফন-দাফন দেওয়ার মত সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহারা চাঁদা করিয়া মৃতের কাফন-দাফন করিবে। (উঠান চাঁদা যদি সব খরচ না হয়, কিছু বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা চাঁদাদাতাগণকে ফেরত দিতে হইবে। যদি চাঁদাদাতাগণকে না পাওয়া যায়, তবে উদ্বৃত্ত পয়সা এইরূপ অন্য কোন মিসকীনের কাফন-দাফনে খরচ করিতে হইবে, নতুবা কোন গরীবকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।) —অনুবাদক

## দাফন

১। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতের গোসল, (কাফন) এবং জানাযা যেমন ফরযে কেফায়া, দাফন করাও তেমনই ফরযে কেফায়া।

২, ৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই জানাযা কবরে লইয়া যাইবে। লইয়া যাওয়ার সুন্নত তরীকা এই ঃ যদি ছোট বাচ্চা হয়, তবে একজন লোকে তাহাকে দুই হাতের উপর উঠাইয়া লইবে, তারপর তাহার নিকট হইতে অন্য একজনে নিবে; এইরূপে বদলাইয়া লইয়া যাইবে। আর যদি লাশ বড় হয়, তবে তাহাকে খাটলিতে করিয়া চারিজন তাহার চারি পায়া দুই হাতে ধরিয়া কাঁধে রাখিয়া সসম্মানে লইয়া যাইবে। মৃতকে অন্যান্য বোঝার মত কাঁধে করিয়া নেওয়া অথবা বিনা ওযরে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কোন ওযর থাকে যেমন, কবরস্তান দূরে হয়, তবে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া জায়েয।

৪। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতের খাটলি বহন করিবার পরে যাহারা বদলাইয়া বদলাইয়া নিবে তজ্জন্য মোস্তাহাব তরীকা হইল—প্রথমে খাটলির আগের ডান পার্শ্বের পায়া অর্থাৎ, মৃতের ডান হাতের দিকের পায়া) ডান কাঁধের উপর লইয়া অন্ততঃ পক্ষে দশ কদম হাঁটিয়া তারপর ঐ পার্শ্বেরই পাছের পায়া ডান কাঁধে লইয়া অন্ততঃ দশ কদম হাঁটিয়া তারপর বাম পার্শ্বের সামনের পায়া ধরিয়া বাম কাঁধে রাখিয়া অন্ততঃ দশ কদম চলিবে। এইরূপে প্রত্যেকের চেহেল কদমি (চল্লিশ কদম বহন করা) হইয়া যাইবে। (যদি প্রত্যেক পায়ার সহিত চল্লিশ কদম চলে, তবে তাহা আরও উত্তম। হাদীস শরীফে আছে ঃ 'মাইয়্যেতকে লইয়া চল্লিশ কদম হাঁটিলে তাহার চল্লিশটি গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।')

৫। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে দ্রুত কবরস্তানে লইয়া যাওয়া সুন্নত। কিন্তু এইরূপ দ্রুত দৌড়াইবে না যে, লাশ নড়িতে থাকে। (এরূপ দ্রুত দৌড়ান মক্রূহ্।)

৬। **মাসআলাঃ** জানাযার সঙ্গে যাহারা যাইবে, জানাযা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখার পূর্বে তাহাদের বসা মক্রূহ্। অবশ্য দরকারবশতঃ বসিলে দোষ নাই।

৭। **মাসআলাঃ** যাহারা জানাযার সঙ্গে যাইতেছে না, কোথাও বসিয়া আছে, জানাযা দেখিয়া তাহাদের দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে।

৮। **মাসআলাঃ** জানাযার সঙ্গে গমনকারীদের জানাযার পাছে পাছে যাওয়া মোস্তাহাব। কেহ যদি আগে যায়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু যদি সকলেই আগে যায়, তবে তাহা মকরূহ্। এইরূপে ঘোড়া বা গাড়ীতে আগে আগে যাওয়াও মকরূহ।

৯। **মাসআলাঃ** জানাযার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া মোস্তাহাব, যদি কেহ গাড়ী ঘোড়ায় যায়, তবে সে পিছে পিছে যাইবে।

১০। **মাসআলাঃ** (জানাযার সঙ্গে যাওয়াতে অনেক ছওয়াব আছে) যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের উচ্চ স্বরে দো'আ কালাম পড়া মকরূহ্ (এবং কবরস্তানে গিয়া হাসি-ঠাট্টা করা বা বাজে কথা বলা মকরূহ্।)

কবরের গভীরতা অন্ততঃপক্ষে লাশের অর্ধেক হওয়া চাই এবং পূর্ণ এক কদের চেয়ে বেশী লম্বা হওয়া উচিত নহে। কবর মাইয়্যেতের কদের পরিমাণ লম্বা হইবে, অনেক বেশী লম্বা হওয়া ঠিক নহে। (যতখানি লম্বা তাহার অর্ধেক চওড়া হওয়া চাই।) বগলি কবর সিন্দুকী কবরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যদি মাটি নরম হয়, বগলি খুঁড়িলে কবর বসিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে বগলি কবর খুঁড়িবে না।

(কবর খুঁড়িবার নিয়মঃ প্রথমে দিক সোজা করিয়া উত্তর শিয়রে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে ১   হাত (পৌনে দুই হাত ) এবং ২, ২৷৷০ কিংবা ৩ হাত গভীর একটি গর্ত খুঁড়িবে। তারপর তাহার পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের ভিতর নীচে ছোট একটি গর্ত খুঁড়িবে, ইহাকে বগলি কবর বলে। আর যদি ঐ গর্তটির মাঝখানে (শোয়াইবার জন্য) ছোট একটি গর্ত খোঁড়া হয়, তবে তাহাকে সিন্দুকী কবর বলে।

১১। **মাসআলাঃ** যদি মাটি নরম হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে বগলি কবর খোঁড়া না হয়, তবে মাইয়্যেতকে একটি কাঠ, পাথর বা লোহার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া সিন্দুকটি মাটির গর্তের মধ্যে দাফন করিয়া দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি এইরূপ সিন্দুকের মধ্যে দাফন করিতে হয়, তবে সিন্দুকের ভিতরে নীচে কিছু মাটি বিছাইয়া দেওয়া (এবং উপরের কাঠখানা ভিতরের দিক দিয়া মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া এবং কাঁচা ইট পাওয়া গেলে দুই পার্শ্বে বিছাইয়া দেওয়া অথবা দুই পার্শ্বেও মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া) উচিত। (অগ্নি সংস্পর্শে নির্মিত লৌহ ইত্যাদির সিন্দুক দেওয়া মকরূহ্।)

১২। **মাসআলাঃ** কবর প্রস্তুত হইয়া গেলে মাইয়্যেতকে পশ্চিম দিক দিয়া নামাইবে, তাহার নিয়ম এই যে, মাইয়্যেতের খাটলিকে উত্তর শিয়রে করিয়া কবরের পশ্চিম রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া মাইয়্যেতকে হাতের উপর রাখিয়া নামাইবে।

**১৩। মাসআলাঃ** কবরের মধ্যে যাহারা মাইয়্যেতকে নামাইবে তাহাদের সংখ্যা জোড় বা বেজোড় হওয়া সুন্নত নহে। হযরত নবী আলাইহিস্ সালামকে তাঁহার কবর শরীফে চারিজনে ধরিয়া নামাইয়াছিলেন।

**১৪। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে কবরে রাখিবার সময়— بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ○ **অর্থ**—'আল্লাহ্‌র নামের উপর ও রসূলুল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর রাখিতেছি' বলা মোস্তাহাব।

**১৫। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে ডান কাতে ক্বেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান সুন্নত। তাহাতে আবশ্যক হইলে মাথা এবং পিঠের নীচে কাঁচা ইট বা মাটি দিয়া দেওয়া যায়।

**১৬। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে কবরে রাখিয়া (পায়ের ধারে, মাথার ধারে বা মাঝখানে) কাফন খুলিয়া যাওয়ার ভয়ে যেসব বাঁধন দেওয়া হইয়াছিল তাহা সব খুলিয়া দিবে।

**১৭। মাসআলাঃ** তারপর কাঁচা ইট অথবা বাঁশ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তক্তা বা পাকা ইটের দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মকরূহ্। অবশ্য যেখানে মাটি খুব নরম ও কবর বসিয়া যাওয়ার ভয় আছে, পাকা ইট কিংবা সেখানে কাঠের তক্তা রাখিয়া দেওয়া কিংবা সিন্দুকে রাখাও জায়েয। (বগলি কবরের মুখ বন্ধ করিতে কাঁচা ইট অথবা বাঁশ খাড়া করিয়া দিতে হয়। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের কবর শরীফে ৯ খানা ইট খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।)

**১৮। মাসআলাঃ** মেয়েলোককে কবরে রাখিবার সময় পর্দা করা মোস্তাহাব। (এইরূপে খাটলির উপরও পর্দা করা মোস্তাহাব। যদি শরীর খুলিয়া যাইবার আশংকা থাকে, তবে পর্দা করা ওয়াজিব।)

**১৯। মাসআলাঃ** পুরুষকে দাফন করিবার সময় পর্দা করিবে না। অবশ্য যদি বৃষ্টি, বরফ বা রৌদ্রের জন্য পর্দা করা হয়, তবে তাহা জায়েয।

**২০। মাসআলাঃ** মাইয়্যেতকে কবরের মধ্যে রাখার পর ঐ কবর হইতে যত মাটি বাহির হইয়াছে, তাহা সব কবরের উপর দিবে; তাহা ছাড়া অতিরিক্ত মাটি দেওয়া মকরূহ্। কবর বিঘতখানেক উঁচা করিতে যদি অন্য মাটি লাগে, তবে সে পরিমাণ মাটি নেওয়া মকরূহ্ নহে। কিন্তু যদি অন্য মাটির দ্বারা এক বিঘতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচা করা হয়, তবে তাহা মকরূহ্। অবশ্য ঐ কবরের মাটিতেই যদি এক বিঘতের চেয়ে সামান্য কিছু উঁচা হইয়া যায় তবে তাহা মকরূহ্ নহে।

**২১। মাসআলাঃ** দাফন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই তিন তিন মুঠা মাটি দেওয়া মোস্তাহাব, মাটি মাথার দিক হইতে উভয় হাতে দিবে। প্রথম মুঠি দিবার সময় বলিবেঃ

"مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ" (اَللّٰهُمَّ جَاوِفِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ○)

**অর্থ**—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটি দ্বারাই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে কবরের চাপ এবং কবরের আযাব হইতে বাঁচাও।)

দ্বিতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ" (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ ○)

**অর্থ**—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতরেই পুনরায় আমি তোমাদিগকে আনিব।' (হে আল্লাহ্! তাহার রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া দাও।)

তৃতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى" (اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ ○)

**অর্থ**—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতর হইতে পুনরায় আমি তোমাদিগকে বাহির করিব।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে তোমার রহ্মতে বেহেশ্তে স্থান দান কর।)

**২২। মাসআলাঃ** দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের নিকট অপেক্ষা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাত করা বা কিছু কোরআন পাক পড়িয়া ছওয়াব বখশিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (মাথার দিকে দাঁড়াইয়া সূরা-বাক্বারার শুরুর তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া শেষের তিন আয়াত পড়া মোস্তাহাব। কবর দেওয়ার পর তলক্বীন করাও ভাল। তলক্বীনঃ একজন লোক মৃতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেঃ

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ ـ وَّ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا ○

**অর্থ**—'হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি তোমার ধর্ম-বিশ্বাস এবং ঈমানকে স্মরণ কর। দুনিয়াতে তুমি বিশ্বাস, স্বীকার এবং প্রকাশ করিয়াছিলে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রসূল। বেহেশ্ত দোযখ সত্য, কিয়ামত যে হইবে এবং সকলের যে পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে তাহা সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সমস্ত কবরবাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় জীবিত করিবেন এবং সকলের হিসাব নিবেন। তুমি দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ্কেই মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলে, অন্য কাহাকেও মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ বা স্বীকার কর নাই এবং আল্লাহ্র শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে নবীরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে এবং তাঁহারই তরীকা অনুযায়ী চলিয়াছিলে। তাঁহার পর অন্য কাহাকেও নবী বলিয়া স্বীকার কর নাই বা অন্য কাহারও তরীকা ধরিয়া চল নাই এবং ইসলামকে ধর্মরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে। অন্য কোন ধর্মে যে যুক্তি বা সত্য আছে, তাহা বিশ্বাস কর নাই বা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি ব্যতীত অন্য কোন রীতিনীতিকে পছন্দ কর নাই। অনুসরণের জন্য একমাত্র কোরআনকে তুমি অবলম্বন করিয়াছিলে, একমাত্র কা'বাকে তুমি ক্বেব্‌লারূপে ধারণ করিয়াছিলে এবং তুমি সব উম্মতে মোহাম্মদীকে ভাইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি তোমার এইসব ঈমানের কথা স্মরণ কর। মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব ঠিক ঠিক দাও।' (কবরে না-বালেগের সওয়াল-জওয়াব হইবে না, কাজেই না-বালেগের কোন তল্‌কীনের দরকার নাই।)

**২৩। মাসআলা ঃ** মাটি দেওয়ার পর কবরে পানি ছিটাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (পানি মাথার দিক হইতে ছিটাইবে।) কিন্তু কবর লেপা মকরূহ্।

**২৪। মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তিকে ছোট বা বড় ঘরের মধ্যে কবর দেওয়া নিষেধ। কেননা, ঘরের মধ্যে কবর পাওয়া পয়গম্বরের জন্য খাছ।

**২৫। মাসআলাঃ** কবরের উপরটা চতুষ্কোণ বানান মকরূহ্। বিঘাতখানেক উঁচা করিয়া উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুই দিকে ঢালু বানান মোস্তাহাব।

**২৬। মাসআলা ঃ** কবর এক বিঘত হইতে অনেক উঁচু করা, চুনা সুরকি দিয়া পাকা করা বা লেপা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

**২৭। মাসআলা ঃ** দাফন করার পর কবরের উপর সৌন্দর্য্যের জন্য গুম্বজ বা পাকা ঘর বানান হারাম এবং মযবুতির জন্য পাকা বানান মকরূহ্। এইরূপ স্মরণার্থে কবরের উপর কিছু লিখিয়া রাখার যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহা জায়েয, নতুবা জায়েয নহে। কিন্তু এই যুগের সর্বসাধারণ যেহেতু তাহাদের আকীদাহ্ এবং আমল অত্যন্ত খারাব করিয়া ফেলিয়াছে, সে কারণে মোবাহ্ জিনিসও না-জায়েয হইয়া যায়। এজন্য এসব কাজ একেবারেই না-জায়েয হইবে আর তাহারা যে কারণ প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে দর্শায় তাহা সবই নফসের বাহানা, তাহারা নিজেরাও একথা মনে মনে অনুভব করে।

**[মাসআলা ঃ** দাফন করার পর কবরের উপর কোন তাজা ডাল পুঁতিয়া দেওয়া (বা সরিষা বীজ ছিটাইয়া দেওয়া) ভাল—মোস্তাহাব।

**[মাসআলা ঃ** প্রত্যেক শুক্রবারে (শুক্রবারে না পারিলে বৃহস্পতি বা শনিবার) কবরস্তানে গিয়া কবরের কথা, কবর আযাবের কথা এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর অসাড়তার কথা চিন্তা করিয়া দিলকে নরম করা এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিছু ছওয়াব বখ্‌শিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। ছওয়াব বখ্‌শিবার কয়েকটি তরীকা আছে। **১ম তরীকা** এই যে, কিছু পয়সা-কড়ি, ভাত-কাপড় বা ফল-তরকারী কোন অভাবগ্রস্ত মু'মিন লোককে দান করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্! ইহার ছওয়াব অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। **২য় তরীকা** এই যে, ছদ্‌কায়ে জারিয়ার কোন কাজ করিয়া, যথা—ইসলামী মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, তালেবে এলেমদের খরচ, মোদার্‌রেসগণের খরচ, দ্বীনি কিতাব ইত্যাদি কাজে কিছু টাকা-পয়সা বা স্থাবর সম্পত্তি দান বা ওয়াক্‌ফ করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা যে, আয় আল্লাহ্! ইহার যা কিছু ছওয়াব হয়, অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। অথবা নিজে জীবিতাবস্থায় কিছু স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ বা ওছীয়ত করিয়া দাও, যাহার আয় সৎকাজে ব্যয় করা হইবে। এই দুই প্রকার দানের ছওয়াব হইবার শর্ত এই যে, নিয়্যতের মধ্যে যেন গোলমাল না হয় অর্থাৎ, লোকের নিকট নাম, যশ বা সুখ্যাতির নিয়্যত হওয়া উচিত নহে। খালেছ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিয়্যত করিবে, নতুবা ছওয়াবও হইবে না, পৌঁছিবেও না। **৩য় তরীকা** এই যে, কোরআন শরীফের কিছু অংশ খালেছ নিয়্যতে পাঠ করিয়া, যথা, সূরা-ফাতিহা, সূরা-বাক্কারার প্রথম ও শেষ তিন আয়াত, সূরা-এখলাছ তিনবার বা এগার বার, সূরা-আলহাকোমুত্তাকাছোর, সূরা-ইয়াসীন, সূরা-তাবারাকাল্লাযী ইত্যাদি, অথবা পূর্ণ কোরআন শরীফ খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া, নফল নামায, রোযা বা হজ্জ করিয়া, দুরূদ শরীফ পড়িয়া, তস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া সওয়াব বখশিয়া দিবে। তস্‌বীহ্-তাহ্‌লীলের এই পাঁচটি দো'আ ঃ

سُبْحَانَ اللهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ○

ছওবাব বখ্‌শিবার নিয়ম এই যে, পড়িবার সময় খালেছ নিয়্যতে ভক্তির সহিত পড়িবে। পয়সা-কড়ি বা দুনিয়ার কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে পড়িলে ছওয়াব হইবে না। পড়িবার পর আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে, আয় আল্লাহ্! আমি যাহা কিছু পড়িলাম ইহাতে যাহাকিছু ছওয়াব হইবে তাহা তুমি অনুগ্রহ করিয়া অমুককে পৌঁছাইয়া দাও। **৪র্থ তরীকা** এই, আল্লাহ্‌র কাছে এইরূপ দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্! অমুকের গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আয় আল্লাহ্! অমুককে কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ, অমুকের আখেরাতের মুশ্‌কিল আসান করিয়া দাও ইত্যাদি।

[কোরআন শরীফ খতমকারীগণ যদি ওজরত (মজুরী বা পারিশ্রমিক) লইয়া পড়ে, তবে তাহাতে ছওয়াব হয় না। এইরূপ আখেরাতের ছওয়াবের যে কোন কাজ হউক না কেন, তাহাতে যদি দুনিয়ার ওজরত লওয়া হয়; তবে তাহাতে ছওয়াব হইবে না। কিন্তু পাঠক যদি খালেছ নিয়্যতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে পড়ে— পয়সা বা খাওয়া না পাইলে অসন্তুষ্ট না হয় এবং দাতা খালেছ নিয়্যতে দান করে, তবে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নিয়্যত দুরুস্ত করা চাই। আল্লাহ্র কালাম বেচিয়া খাওয়ার চেয়ে খারাব কাজ আর নাই। আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে শরা-মোতাবেক কিছু ছওয়াব রেছানী না করা অতি অন্যায়। নামের জন্য ধুমধাম করিয়া যিয়াফত করা আরও অন্যায়] —অনুবাদক

## শহীদের আহ্কাম

বাহ্যিক দৃষ্টিতে শহীদ যদিও মৃত, কিন্তু সাধারণ মৃতদের যাবতীয় আহ্কাম তাহার মধ্যে চালু হইতে পারে না, তাহার ফযীলতও অনেক বেশী। কাজেই তাহার আহ্কামসমূহ পৃথকভাবে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে হইল। হাদীস শরীফে শহীদের অনেক প্রকার উল্লেখ আছে। কোন কোন আলেম শহীদদের যাবতীয় প্রকার উল্লেখ করিয়া পৃথক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে শহীদ সম্পর্কে যে সব আহ্কাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তাহা শুধু ঐ সমস্ত শহীদের জন্য সীমাবদ্ধ, যাহাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যায়।

১। মুসলমান হইতে হইবে। অতএব, অমুসলমানদের প্রতি কোন প্রকারের শাহাদত ছাবেত হইতে পারে না।

২। সজ্ঞান ও বালেগ হইতে হইবে। কাজেই যে পাগল মাতাল ইত্যাদি অবস্থায় কিংবা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যাইবে, তাহাদের প্রতি শাহাদতের যেসব আহ্কাম লিখা হইতেছে তাহা প্রযোজ্য নহে।

৩। গোসলের হাজত হইতে পাক হইতে হইবে। যদি কেহ জানাবতের অবস্থায় কিংবা কোন স্ত্রীলোক হায়েয-নেফাসের অবস্থায় শহীদ হইল তাহার প্রতিও শহীদের ঐ সব আহ্কাম প্রযোজ্য নহে।

৪। বে-গোনাহ্ নিহত হওয়া। যদি কেহ বে-গোনাহ্ নিহত হয় নাই, বরং শরীঅত অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বধ করা হইয়াছে। অথবা মারা হয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, তবে তাহার প্রতি শহীদের আহ্কাম প্রযোজ্য নহে।

৫। যদি কেহ কোন মুসলমান কিংবা যিম্মীর হাতে মারা যায়, তবে কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা মারা যাওয়াও একটি শর্ত। যদি কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতের ধার বিহীন অস্ত্র দ্বারা মারা যায়, যেমন কোন পাথর ইত্যাদির আঘাতে মারা যায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্কাম বর্তিবে না, কিন্তু লোহা যে ধরনেরই হউক ধারাল অস্ত্রের শামিল, যদিও তাহাতে ধার না থাকে। আর যদি কেহ হরবী কাফের কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতের হাতে মারা যায়, কিংবা তাহাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন ধারাল অস্ত্রে নিহত হওয়া শর্ত নহে। এমন কি, উহারা যদি কোন পাথর ছুঁড়িয়া মারে, তাহাতে কোন মুসলমান মারা গেলেও শহীদের হুকুম বর্তিবে। উহাদের নিজ হাতে মারাও শর্ত নহে। উহারা নিহতের কারণস্বরূপ হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা এমন সব কাজ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা নিহতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবুও

শহীদের হুকুমসমূহ বর্তিবে। যথা—(১) কোন হরবী, যেসব কাফিরদের সহিত মুসলমানের যুদ্ধের বিধান আছে, স্বীয় জন্তুর দ্বারা কোন মুসলমানকে নিষ্পেষিত করিল এবং সে কাফির নিজেও উহার উপর উপবিষ্ট ছিল। (২) কোন মুসলমান একটি জন্তুর উপর উপবিষ্ট ছিল ঐ জন্তুকে কোন হরবী তাড়া করিলে যাহাতে ঐ মুসলমান ঐ জন্তুর উপর হইতে পড়িয়া মারা গেল। (৩) কোন হরবী মুসলমানের বাড়ীতে বা জাহাজে অগ্নিসংযোগ করিল তাহাতে কোন মুসলমান পুড়িয়া মরিল।

৬। ঐ হত্যার সাজাস্বরূপ শরীঅতের পক্ষ হইতে সর্বপ্রথম আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত না হওয়া চাই; বরং ক্বেছাছ (খুনের বদলে খুন) ওয়াজিব হওয়া চাই। অতএব, যদি ঐ হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত থাকে, তবু ঐ নিহতের উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, যদিও অত্যাচারিত ও মযলুম অবস্থায় মারা গিয়া থাকে। যেমন (১) কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র ব্যতীত অন্য ভাবে হত্যা করিল। (২) কোন মুসলমান ভুলে অন্য মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা বধ করিল। যেমন কোন জন্তু কিংবা চিহ্নিত বস্তুর উপর আঘাত করিতেছিল, এমন সময় লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কোন মুসলমানের শরীরে লাগিয়াছে। (৩) কেহ যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত কোন স্থানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন হত্যাকারীর সন্ধান মিলে নাই, এইসব অস্থায় যেহেতু এই হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, ক্বেছাছ ওয়াজিব হয় না, কাজেই এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না। বিনিময় নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথমাবস্থার শর্ত এই জন্য লাগান হইয়াছে যে, যদি প্রথমাবস্থায় ক্বেছাছ নির্ধারিত হয়, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকের কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, তবে সেখানে শহীদের আহ্‌কাম জারি হইবে। যথাঃ কাহাকেও ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত করা হইল, কিন্তু হত্যাকারী এবং নিহতের ওয়ারিশগণের মধ্যে কিছু অর্থের বিনিময়ে সন্ধি হইয়া গেল, তখন এই অবস্থায় যেহেতু প্রথমে ক্বেছাছ ওয়াজিব হইয়াছিল প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই, বরং সন্ধির কারণে ওয়াজিব হইয়াছে, এজন্য এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে (৪) কোন পিতা নিজের ছেলেকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা খুন করিয়াছে এমতাবস্থায় প্রথমতঃ ক্বেছাছই ওয়াজিব হইয়াছিল। প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই; কিন্তু পিতার সম্মান এবং মর্যাদার কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হইয়াছে। কাজেই এখানেও শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে।

(৭) আহত হওয়ার পর তাহার দ্বারা আরাম কিংবা জীবন যাপনের কোন কাজ প্রকাশ না পাওয়া চাই। যেমন, খাওয়া, পিয়া, শোয়া, চিকিৎসা ও বেচাকেনা ইত্যাদির এবং এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পরিমাণ তাহার জীবন হুঁশ ও জ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত না হওয়া চাই, আর জ্ঞান থাকাকালীন তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া না আনা চাই, অবশ্য যদি জীবজন্তু কর্তৃক পদ-দলিত মথিত হওয়ার ভয়ে উঠাইয়া আনে, তবে কোন দোষ হইবে না। অতএব, যদি কেহ আহত হওয়ার পর বেশী কথাবার্তা বলে, তবে সেও শহীদের আহ্‌কামে দাখিল হইবে না। কেননা, বেশী কথাবার্তা বলা জীবিতদের শান। এরূপে যদি কেহ (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) পার্থিব ব্যাপারে ওছিয়ত করে, তবে শহীদের হুকুম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। দ্বীনের ব্যাপারে হইলে খারিজ হইবে না। যদি কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং তাহার দ্বারা এই সকল বিষয়াদি প্রকাশ পায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, অন্যথায় বর্তিবে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি যুদ্ধে নিহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তবে উপরোল্লিখিত পার্থিব কাজগুলি করা সত্ত্বেও সে শহীদ।

**১। মাসআলা ঃ** যে শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্ত পাওয়া যাইবে, তাহার একটি হুকুম হইল তাহাকে গোসল দিবে না। তাহার শরীর হইতে তাহার রক্ত মুছিয়া ফেলিবে না। এভাবেই তাহাকে দাফন করিয়া দিবে। দ্বিতীয় হুকুম হইল তাহার পরিহিত কাপড় খুলিয়া ফেলিবে না। অবশ্য তাহার কাপড় যদি সুন্নত পরিমাণ সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে সুন্নত তরীকার সংখ্যা পূরণ করার জন্য আরও কাপড় বেশী করিয়া দিবে। এইরূপে যদি তাহার সাথে সুন্নত তরীকার চেয়ে বেশী কাপড় হয়, তবে তাহা খুলিয়া ফেলিবে। আর যদি তাহার শরীরে এমন কাপড় থাকে, যাহা কাফন হওয়ার উপযোগী নহে। যেমন, চামড়ার কাপড় ইত্যাদি তবে ঐ সব খুলিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি চামড়ার কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না থাকে, তবে উহাও খুলিবে না। টুপি, জুতা, অস্ত্র ইত্যাদি সর্বাবস্থায় খুলিয়া লইতে হইবে। বাকী যাবতীয় আহ্‌কাম যাহা অন্যান্য মৃতদের জন্য রাহিয়াছে। যেমন, জানাযার নামায ইত্যাদি, ঐ সব তাহাদের জন্যও জারি হইবে। যদি কোন শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্তের কোন একটি পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে গোসলও দিবে এবং অন্যান্য মৃতের ন্যায় নূতন কাফনও পরাইবে।

## জানাযা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসআলা

**১। মাসআলা ঃ** ভুলিয়া যদি মাইয়্যেতকে কবরে ক্বেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান না হয় এবং মাটি দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তখন আর ক্বেব্‌লামুখী করিবার জন্য পুনরায় কবর খোলা জায়েয নাই। অবশ্য যদি শুধু বাঁশ, তক্তা দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তবে বাঁশ সরাইয়া ক্বেব্‌লামুখী করিয়া দিবে।

**২, ৩। মাসআলা ঃ** জানাযার সহিত মেয়েলোকের যাওয়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। চীৎকার করিয়া ক্রন্দনকারিণী মেয়েলোকের যাওয়া নিষেধ।

**৪। মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় আযান দেওয়া বেদ'আত।

**৫। মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে ইমাম যদি চারি তকবীর হইতে বেশী বলে, তবে হানাফী মুক্তাদিগণ ৪র্থ তকবীরের পর বেশী তকবীর বলিবে না; বরং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তারপর যখন ইমাম সালাম ফিরায়, তখন মুক্তাদিগণ সেই সঙ্গে সালাম ফিরাইবে। অবশ্য যদি বেশী তকবীর ইমামের মুখ হইতে না শোনে বরং মুকাব্বির হইতে শোনে, তবে মুক্তাদিদের পায়রবী করা উচিত এবং প্রত্যেক তকবীরকে তকবীরে তাহ্‌রীমা মনে করিবে এবং ধারণা করিবে, যে, ইহার পূর্বে মোকাব্বির যেই তকবীর নকল করিয়াছে হয়ত তাহা ভুল, ইমাম এখন তকবীরে তাহ্‌রীমা বলিয়াছেন।

**৬। মাসআলা ঃ** নৌকায়, ষ্টীমারে বা জাহাজে যদি কোন লোক মারা যায় এবং কিনারা এত তফাৎ যে, তথায় পৌঁছিয়া দাফন করিতে গেলে লাশ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে, তবে মাইয়্যেতকে নিয়ম মত গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া জানাযার নামায পড়িয়া দরিয়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। আর যদি কিনারা তত তফাৎ না হয়, তবে লাশ রাখিয়া দিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কিনারায় পৌঁছিয়া মাটিতে দাফন করিবে।

**৭। মাসআলা ঃ** যদি কাহারও জানাযার দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ বলিয়া দিলেও চলিবে, আর যদি তাহাও বলিতে না পারে, তবে অগত্যা শুধু চারিবার 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দিলেও জানাযার নামাযের ফরয আদায় হইয়া যাইবে। কারণ, দো'আ দুরূদ পড়া ফরয নহে, সুন্নত।

৮। **মাসআলাঃ** কবর দিবার পর আবার কবর খুলিয়া মাইয়্যেতকে বাহির করা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন বন্দার হক নষ্ট হয়, যেমন যদি অন্যের জমিনে মাটি দেওয়া হয় এবং জমিনওয়ালা ঐ জমিনের পরিমাণ বা তাহার মূল্য লইয়াও ক্ষান্ত না হয়, বা কাহারও মূল্যবান কোন জিনিস যদি কবরে থাকিয়া যায়, তবে কবর খোলা জায়েয হইবে।

৯। **মাসআলাঃ** যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় এবং পেটের মধ্যে বাচ্চা নড়া-চড়া করে, তবে পেট কাটিয়া বাচ্চা বাহির করিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কাহারও টাকা বা গিনি গিলিয়া মরিয়া যায় এবং টাকাওয়ালা মা'ফ না করে বা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে পেট কাটিয়া টাকা বাহির করিতে হইবে। ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা হইতে পরিশোধ করিবে, পেট কাটিবে না।

১০। **মাসআলাঃ** যে স্থানে যাহার মৃত্যু হয় সেই স্থানের কবরস্তানেই তাহাকে মাটি দেওয়া উত্তম, অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ভাল নহে, যদি ঐ স্থান দুই এক মাইলের বেশী দূরে না হয়। আর যদি তদপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে তথায় লইয়া যাওয়া জায়েয নাই (মকরূহ্)। কিন্তু মাটি দিয়া ফেলিলে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কোনরূপেই জায়েয নহে।

১১। **মাসআলাঃ** গদ্যে বা পদ্যে মৃত ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করা বা প্রশংসা করা জায়েয আছে। কিন্তু অতিরঞ্জিত করা বা মিথ্যা প্রশংসা করা জায়েয নহে।

১২। **মাসআলাঃ** মৃত ব্যক্তির শোকাতুর আত্মীয়দিগকে ছবরের ফযীলত ও সওয়াব বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া এবং মৃতের জন্য নাজাতের এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছবর ও সওয়াবের দো'আ করা জায়েয। শোকাতুরকে সান্ত্বনা দেওয়াকে আরবীতে তা'যিয়াত বলে। তিন দিনের পর তা'যিয়াত করা মাকরূহ্। একবারের পর দ্বিতীয় বার তা'যিয়াত করা মকরূহ্ তানযীহী; কিন্তু যদি আত্মীয়-স্বজন বিদেশ হইতে দেরীতে আসে বা খবর দেরীতে পৌঁছে, তবে মকরূহ্ নহে।

১৩। **মাসআলাঃ** নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্ নহে, কিন্তু কবর প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্।

(**মাসআলাঃ** মৃত ব্যক্তির জন্য বিচ্ছেদ-বেদনায় চোখ দিয়া পানি ফেলা জায়েয আছে, কিন্তু চেঁচাইয়া ক্রন্দন করা, বুকে মাথায় পিটান, জামা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা বা মুখে কোন না-জায়েয কথা বলা দুরুস্ত নহে।)

১৪। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতের কাফনের উপর কালি ছাড়া শুধু আঙ্গুল দিয়া কপালে لا اله الا الله محمد رسول الله এবং সিনায় بسم الله الرحمن الرحيم লিখিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ছহীহ্ হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহাকে সুন্নত বা মোস্তাহাব ধারণা করা উচিত নহে।

১৫। **মাসআলাঃ** কবরের উপর কোন তাজা ডাল রাখিয়া দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি কবরের উপর (বা পার্শ্বে) কোন গাছপালা জন্মে, তবে তাহা কাটিয়া বা মারিয়া ফেলা মকরূহ্। (কিন্তু নিজে নিজে শুকাইয়া বা মরিয়া গেলে কাটিয়া ফেলা মকরূহ্ নহে।)

১৬। **মাসআলাঃ** এক কবরে একজনের বেশী মাইয়্যেত দাফন করা উচিত নহে, তবে অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ জায়েয আছে। এইরূপ করিতে হইলে মাইয়্যেত যদি শুধু পুরুষ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল তাহাকে সামনে অর্থাৎ, ক্বেব্‌লার দিকে রাখিতে হইবে এবং যদি পুরুষ, স্ত্রী (ও বালক) মিশ্রিত হয়, তবে প্রথমে (ক্বেব্‌লার দিকে) পুরুষ, (তারপর বালক) তারপর

স্ত্রীলোকগণকে রাখিতে হইবে। (এবং প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে মাটি দ্বারা কিছু আড়ালের মত করিয়া দিতে হইবে।)

**১৭। মাসআলাঃ** পুরুষদের জন্য কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। যিয়ারত করার অর্থ দেখা-শুনা। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কবর যিয়ারত করা উচিত। সেই দিন শুক্রবার হওয়াই সবচেয়ে ভাল। বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করার জন্য সফরে যাওয়াও দুরুস্ত আছে, কিন্তু খেলাফে শরা কোন আকীদা বা আমল হওয়া ঠিক নহে। যেরূপ বর্তমানে ওরসের সময় হইয়া থাকে। (যেমন আজকাল অনেকে মাযার যিয়ারত করিতে গিয়া এইরূপ ধারণা করে যে, বুযুর্গ মনের ভেদ জানিতে পারেন বা মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন। কেহ বা মাযারকে সজ্‌দা করে, মাযারের উপর ফুল, বাতি বা শিরনি চড়ায়; এইরূপ করিলে মহা পাপ হইবে।)

(**মাসআলাঃ** কোন ব্যক্তির যিম্মায় যদি রোযা, নামায তেলাওয়াতের সজ্‌দা, কসমের কাফ্‌ফারা বা মান্নত বাকী থাকিয়া যায়, জীবিতাবস্থায় পূর্ণ করিতে না পারে, তবে এই সমস্ত ফিদিয়া আদায় করিবার জন্য ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি সে ওছিয়ত করিয়া যায়, তবে সেই ওছিয়ত তাহার সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খরচ করিয়া পালন করা ওয়ারিসগণের উপর ওয়াজিব। তদপেক্ষা অধিক হইলে অথবা ওছিয়ত করিয়া না গেলে সম্পূর্ণ ফিদিয়া আদায় করিয়া দেওয়া ওয়ারিসগণের জন্য মোস্তাহাব।)

## মসজিদ সম্বন্ধীয় কতিপয় মাসআলা

মসজিদের মাসআলা দুই প্রকারঃ ১ম ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয়। ২য় নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয়। ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয় মাসায়েল ওয়াক্‌ফের বয়ানের মধ্যে লিখা হইবে। এখানে শুধু নামায কিংবা নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি মাসআলা লিখা হইল।

**১। মাসআলাঃ** (মুছল্লীদের নামায পড়িবার জন্য আসিতে বাধা হয় এরূপভাবে) মসজিদের দরজা বন্ধ করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য নামাযের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় মাল-আসবাবের হেফাযতের জন্য দরজা বন্ধ করা জায়েয আছে।

**২। মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতর যেরূপ বাহ্য, প্রস্রাব, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি করা নিষিদ্ধ; মসজিদের ছাদের উপরও এই সব কাজ করা নিষিদ্ধ।

**৩। মাসআলাঃ** যে ঘরে নামাযের জায়গা নির্ধারিত আছে, সে জন্য ঐ পুরা ঘরের উপর মসজিদের হুকুম বর্তিবে না।

**৪। মাসআলাঃ** ওয়াক্‌ফের (বা চাঁদার) টাকা দ্বারা মসজিদের দেওয়ালে কারুকার্য করা জায়েয নহে। যদি কেহ নিজের হালাল টাকা দ্বারা কারুকার্য করিতে চাহে, তবে দোষ নাই; কিন্তু মেহ্‌রাবের এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালে সৌন্দর্যের জন্য কারুকার্য করা নিজের হালাল টাকার দ্বারা হইলেও মকরূহ্।

(**মাসআলাঃ** শিশু বা পাগলকে মসজিদে ঢুকিতে দেওয়া নিষেধ।

**মাসআলাঃ** শোরগোল করা, উচ্চৈঃস্বরে চেঁচান, কবিতা পাঠ করা, দুনিয়াবি দরবার করা, ভিক্ষা করা, হারানো জিনিস তালাশের জন্য এ'লান করা, খাওয়া-দাওয়া করা, গল্প-গুযব করা—ইত্যাদি মসজিদের ভিতর নিষেধ।)

৫। **মাসআলাঃ** মসজিদের দেওয়ালে বা ছাদে কোরআনের আয়াত বা আল্লাহ্‌র নাম লেখা ভাল নয়।

(**মাসআলাঃ** বিনা যরুরতে মসজিদের ছাদ পা দিয়া মাড়ান মক্‌রূহ্‌।)

৬। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু বা কাশ ফেলা মক্‌রূহ্‌। যদি নাক ঝাড়ার বা থুথু ফেলার দরকার পড়ে, তবে বাহিরে গিয়া ফেলিয়া আসিবে, অথবা নিজের রুমালে লইয়া মলিয়া ফেলিবে।

(**মাসআলাঃ** জুতা যদি পাকও হয়, তবুও বাহিরে হাঁটিবার পর জুতা পায়ে দিয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌।)

৭। **মাসআলাঃ** ওযূ-গোসল বা কুল্লির পানি মসজিদে ফেলা মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী।

৮। **মাসআলাঃ** জানাবাতের অবস্থায় বা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

(**মাসআলাঃ** দুর্গন্ধযুক্ত অথবা নাপাক কোন জিনিস লইয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। যেমন গন্ধক বা কেরোসিন তৈল, পিঁয়াজ, রসুন, তামাক অথবা হুক্কার দুর্গন্ধ ইত্যাদি। নাপাক জিনিস, যথা—বাহ্য, প্রস্রাব বা শুক্রযুক্ত কাপড়, গোবর ইত্যাদিসহ জুতা। গোবর বা নাপাক পানি ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ লেপা মক্‌রূহ্‌। মসজিদের ভিতর পেটের বায়ু ছাড়া মক্‌রূহ্‌। যদি বায়ুর বেগ টের পাওয়া যায় তখন বাহিরে গিয়া বায়ু ছাড়িয়া ওযূ করিয়া আসিবে।

৯। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতর বেচাকেনা করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। অবশ্য মো'তাকেফের জন্য মসজিদের ভিতরে খাওয়া-দাওয়া এবং শয়ন করা জায়েয আছে। এইরূপে তাহার খরচ চলিবার যোগ্য ক্রয়-বিক্রয়ও মসজিদে থাকিয়া জায়েয আছে, কিন্তু মাল আসবাব মস্‌জিদে আনিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলাঃ** কাহারও পায়ে যদি কাদা থাকে, তবে তাহা মসজিদের দেওয়ালে বা খাম্বায় মোছা জায়েয নহে।

১১। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতরে গাছ লাগান মক্‌রূহ্‌। কেননা, ইহা আহ্‌লে কিতাবদের প্রথা। অবশ্য যদি উহাতে মসজিদের কোন উপকার হয়, তবে জায়েয। যেমন, মসজিদের মাটি অত্যন্ত সেঁতসেতে দেওয়াল ধসিয়া পড়ার আশংকা রাহিয়াছে, এমতাবস্থায় যদি গাছ লাগান যায়, তবে গাছ ঐ আর্দ্রতা টানিয়া লইবে।

১২। **মাসআলাঃ** মসজিদকে রাস্তা বানান জায়েয নহে। যদি কোন সময় একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে জায়েয আছে।

১৩। **মাসআলাঃ** মসজিদের মধ্যে বসিয়া শিল্প বা ব্যবসায়ের কোন কাজ করা জায়েয নহে। কেননা, মসজিদ নির্মিত হয় দ্বীনের কাজের জন্য, বিশেষতঃ নামাযের জন্য নির্মিত হয়। অতএব, তথায় দুনিয়ার কাজ হওয়া ঠিক নহে। এমন কি যদি কোন লোক কোরআন শরীফও বেতন লইয়া পড়ায়, তাহারও মসজিদে বসিয়া পড়ান উচিত নহে। কারণ, ইহাও এক প্রকার দুনিয়ার পেশা। অবশ্য যদি মসজিদ পাহারা দেওয়ার দরকার পড়ে এবং কেহ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে এবং ঐ অবস্থায় নামাযীদের কোন ক্ষতি না করিয়া কিছু রোযগারের কাজও করে, যেমন সেলাইর কাজ ইত্যাদি করে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে।

# আরও কতিপয় বিভিন্ন মাসআলা

[২য় খণ্ডের যমীমা—পরিশিষ্ট]

১। **মাসআলা ঃ** মানুষের শরীর হইতে চুল, দাড়ি, গোঁফ বা অন্য পশম গোড়াশুদ্ধ উপ্‌ড়াইলে উহার গোড়ার চর্বি নাপাক। —শামী

২। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, সে স্থানে স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য ফজরের পর ঈদের নামায না হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া মক্‌রূহ্‌।

৩। **মাসআলা** জানাবাতের হালাতে নখ, চুল কাটা বা নাভীর নীচের হাজামত হওয়া মক্‌রূহ্‌। —আলমগীরী

৪। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ অবস্থায় ছেলে-মেয়েরা যে সব নামায পড়ে বা অন্য কোন এবাদত করে, তাহার সওয়াব তাহারা এবং তাহাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ বা অন্য কোন মুরব্বী যাহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারও পাইবেন।

৫। **মাসআলা ঃ** যে যে সময় নামায পড়া নিষেধ (যেমন, সূর্যোদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর) সেই সময় যদি কেহ আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে চায়, তবে দুরূদ শরীফ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে পারে।

৬। **মাসআলা ঃ** নামাযে যদি একটি লম্বা সূরার প্রথম ভাগ প্রথম রাকা'আতে এবং শেষভাগ দ্বিতীয় রাকা'আতে পড়ে, তবে তাহা মক্‌রূহ্‌ নহে, দুরুস্ত আছে। এইরূপে যদি প্রথম রাকা'আতে কোন একটি লম্বা সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে অন্য একটি সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে অথবা অন্য একটি ছোট সূরা পুরা পড়ে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু এইরূপ অভ্যাস করা এবং সব সময় এইরূপ করা ভাল নয়—খেলাফে আওলা। প্রত্যেক রাকা'আতে পূর্ণ একটি সূরা পড়াই উত্তম।

৭। **মাসআলা ঃ** তারাবীহ্‌র মধ্যে কোরআন খতম করিবার সময় হাফেয ছাহেব যদি কোন আয়াত ভুলে ছাড়িয়া গিয়া থাকেন, তবে যতটুকু পরিমাণ ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা ত পড়িতে হইবেই (নতুবা কোরআন খতমের সওয়াব পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে) অধিকন্তু তাহার পরে যে পরিমাণ পড়িয়াছিল, তাহাও পুনরায় পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এমতাবস্থায় কোরআনের তরতীব ঠিক থাকে না; কিন্তু যদি বেশী পরিমাণ দোহ্‌রাইতে কষ্ট হয় বলিয়া শুধু যে পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে তাহা দোহ্‌রাইয়া লয়, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বাহির হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া এবং নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হইয়া যাওয়া ভাল আলামত। শুধু কপালে ঘাম বাহির হওয়াও মৃত্যুর ভাল আলামত।

৯। **মাসআলা ঃ** রাস্তা দিয়া হাঁটিবার সময় যে কাদা, যে পানির ছিটা কাপড়ে লাগে যদি তাহাতে কোন নাপাক বস্তু দেখা না যায়, তবে তাহা মা'ফ, উহা লইয়া নামায পড়িলেও নামায হইয়া যাইবে।

**১০। মাসআলা ঃ** ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে এবং তাহার দুই চারি ফোঁটা কাপড়ে বা পানিতে পড়িলে তাহাও নাপাক হইবে না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ওযূ গোসল না-জায়েয এবং তাহা পান করা অথবা খাওয়ার জিনিসে ব্যবহার করা মকরূহ্; কিন্তু পানির অভাবে যদি কোন নাপাক কাপড় ইত্যাদি উহা দ্বারা ধোয়া হয়, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে।

ব্যবহৃত পানির অর্থ এই যে, যাহার ওযূ ছিল না সে ওযূ করিয়াছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয ছিল সে গোছল করিয়াছে অথবা ওযূ থাকা সত্ত্বেও সওয়াবের নিয়তে পুনরায় ওযূ করিয়াছে, অথবা গোছল ফরয ছিল না, তবুও জুমু'আ বা ঈদের জন্য সওয়াবের নিয়তে গোছল করিয়াছে। এইরূপ ওযূ বা গোছলে যে পানি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাকে ব্যবহৃত পানি বলে। এইরূপ পানির কথাই উপরে বলা হইয়াছে, নতুবা গোছলের সময় যদি শরীরে কোন নাপাক বস্তু থাকিয়া থাকে বা তাহা দ্বারা অন্য কোন নাপাক বস্তু ধুইয়া থাকে, তবে সেই ধৌত করা পানি নিশ্চয়ই নাপাক, তাহা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যবহার করা হারাম।

## হায়েয ও এস্তেহাযা

**১। মাসআলা ঃ** মেয়ে বালেগ হইলে প্রত্যেক মাসে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাকে হায়েয বা ঋতু বলে।

**২। মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত; ঊর্ধ্ব সংখ্যায় দশ দিন দশ রাত। অতএব, যদি তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ, ৭২ ঘণ্টার চেয়ে কম রক্তস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয বলিয়া গণ্য হইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ইহাতে নামায, রোযা ত্যাগ করিতে পারিবে না।) এইরূপে যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে অর্থাৎ ২৪০ ঘণ্টার বেশী রক্তস্রাব হয়, তবে অতিরিক্ত রক্তস্রাবকে হায়েয বলা যাইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ঐ সময়ে গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে এবং রোযার মাস হইলে রোযা রাখিতে হইবে।)

**৩। মাসআলা ঃ** যদি ৩ দিন ৩ রাত হইতে সামান্যও কম হয়, তবুও হায়েয হইবে না। যেমন শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময় শুরু হইয়াছে এবং সোমবার সূর্য উদয়ের সামান্য পূর্বে বন্ধ হইয়াছে। ইহা হায়েয না; এস্তেহাযা।

**৪। মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দতের ভিতর লাল, হল্‌দে, সবুজ, কালো, মেটে যে কোন রং দেখা যাউক না কেন, হায়েযের রক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখা দিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, হায়েয বন্ধ হইয়াছে।

**৫। মাসআলা ঃ** নয় বৎসরের আগে মেয়েদের হায়েয আসে না। অতএব, যদি কোন ছোট মেয়ের নয় বৎসরের কম বয়সে রক্তস্রাব দেখা দেয় তবে উহা হায়েয হইবে না, উহা এস্তেহাযা হইবে। এইরূপে পঞ্চান্ন বৎসরের পরে সাধারণতঃ মেয়েদের হায়েয আসে না, কিন্তু যদি কোন মেয়েলোকের পঞ্চান্ন বৎসরের পরেও রক্তস্রাব দেখা দেয় এবং রক্তের রং লাল কালো হয়, তবে উহাকে হায়েযই ধরিতে হইবে। আর যদি হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের হয়, তবে হায়েয হইবে না, এস্তেহাযা হইবে। অবশ্য যদি ঐ মেয়েলোকটির উহার পূর্বেও হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের স্রাব হওয়ার অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে তাহা ৫৫ বৎসরের পরেও হায়েয ধরিতে হইবে। আর যদি অভ্যাসের বিপরীত হয়, তবে হায়েয হইবে না বরং এস্তেহাযা হইবে।

**৬। মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোকের হামেশা তিন বা চারি দিন হায়েয আসার অভ্যাস ছিল, তাহার যদি কোন মাসে রক্ত বেশী আসে, কিন্তু দশ দিনের বেশী না হয়, সব কয় দিনকেই হায়েয গণ্য করিতেই হইবে, কিন্তু দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী আসিলে পূর্ব অভ্যাসের কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী কয় দিন এস্তেহাযা। যেমন, হয়ত কোন মেয়েলোকের বরাবর তিন দিন স্রাব হওয়ার অভ্যাস ছিল, হঠাৎ এক মাসে তাহার নয় দিন দশ রাত্রের চেয়ে এক মুহূর্তও বেশী রক্ত দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহার তিন দিন তিন রাতের রক্তকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে, অতিরিক্ত দিনগুলির রক্তকে এস্তেহাযা বলিতে হইবে এবং ঐ দিনগুলির নামায ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।

**৭। মাসআলা ঃ** একজন মেয়েলোকের হায়েযের কোন নিয়ম ছিল না। কোন মাসে চারি দিন, কোন মাসে সাত দিন, কোন মাসে দশ দিনও হইত। ইহা সব হায়েয, কিন্তু হঠাৎ এক মাসে দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব দেখা গেল, এখন দেখিতে হইবে, ইহার পূর্বের মাসে কয় দিন রক্ত আসিয়াছিল, এই মাসেও সেই কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী দিনগুলি এস্তেহাযা হইবে।

**৮। মাসআলা ঃ** একজন মেয়েলোকের হামেশা প্রত্যেক মাসে চারি দিন স্রাব হইত; কিন্তু হঠাৎ এক মাসে পাঁচ দিন স্রাব দেখা গেল এবং তার পরের মাসে পনর দিন স্রাব হইল। অতএব, যে মাসে পনর দিন স্রাব দেখা গিয়াছে সেই মাসের পূর্বের মাসে পাঁচ দিন স্রাব হইয়াছে। এই পনর দিনের মধ্যে হইতে সেই হিসাবে পাঁচ দিনকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে; অবশিষ্ট দশ দিন এস্তেহাযায় গণ্য হইবে। পূর্বেকার অভ্যাস ধর্তব্য নহে। মনে করিতে হইবে যে, অভ্যাস পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং পাঁচ দিনের অভ্যাস হইয়াছে। এমতাবস্থায় দশ দিন দশ রাত পার হওয়ার পর গোছল করিয়া নামায শুরু করিবে এবং গত পাঁচ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

**৯। মাসআলা ঃ** মেয়েলোকদের হায়েয নেফাসের মাসআলা মাসায়েল ভালমত বুঝিয়া লওয়া একান্ত দরকার। অনেকেই লজ্জায় কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করে না। ভাল আলেমের নিকট এসব মাসআলা জানিয়া লওয়া কর্তব্য। মেয়েলোকদের জন্য কোন্ মাসে কত দিন রক্তস্রাব দেখা দিল, তাহা স্মরণ রাখাও একান্ত দরকার। কারণ, পরবর্তী মাসের হুকুম অনেক সময় পূর্ববর্তী মাসের ঘটনার উপর নির্ভর করে। যেমন, যদি কোন মেয়েলোকের কোন মাসে দশ দিনের চেয়ে বেশী রক্তস্রাব দেখা যায়, আর তার পূর্বের মাসের কথা স্মরণ না থাকে এবং পূর্বের অভ্যাসও স্মরণ না থাকে, তবে এই মাসআলা এত কঠিন হইয়া যায় যে, সাধারণ লোক ত দূরের কথা অনেক আলেমও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই এইরূপ ভুলকারিণীর মাসআলা এখানে লিখা হইল না। চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ভুল না হয়। ভুল হইয়া গেলে উপযুক্ত আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে।

**১০। মাসআলা ঃ** একটি মেয়ে প্রথম প্রথম ঋতুস্রাব দেখিল। ইহার পূর্বে আর তার ঋতুস্রাব অর্থাৎ ঋতু হয় নাই। অতএব, যদি দশ দিন বা তার চেয়ে কম স্রাব হয়, তবে যে কয় দিন স্রাব হইবে, সব দিনই তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব হয়, তবে দশ দিন দশ রাত পুরা হায়েযের মধ্যে গণ্য হইয়া অবশিষ্ট যে কয় দিন বা ঘণ্টা বেশী হয়, তাহা এস্তেহাযার মধ্যে গণ্য হইবে। (সুতরাং এই মেয়ের দশ দিন দশ রাত পূর্ণ হওয়া মাত্র গোছল করিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে।)

**১১। মাসআলা ঃ** যদি কোন মেয়েলোকের প্রথমবারেই রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া আর বন্ধ না হয়, একাদিক্রমে কয়েক মাস যাবৎ জারী থাকে, তবে তাহার যে দিন হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ

হইয়াছে সেইদিন হইতে দশ দিন দশ রাত হায়েয ধরিতে হইবে এবং পরের বিশ দিন এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক মাসে তাহার দশ দিন হায়েয, বিশ দিন এস্তেহাযা হিসাব করিতে হইবে।

**১২। মাসআলাঃ** দুই হায়েযের মাঝখানে পাক থাকার মুদ্দৎ কমের পক্ষে পনর দিন, আর বেশীর কোন সীমা নাই। অতএব, যদি কোন মেয়েলোকের কোন কারণবশতঃ কয়েক মাস যাবৎ হায়েয বন্ধ থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঋতুস্রাব না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পাক থাকিবে।

**১৩। মাসআলাঃ** যদি কোন মেয়েলোকের তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখা যায়, তারপর ১৫ দিন পাক থাকে; আবার তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখে, তবে আগেকার তিন দিন তিন রাত এবং পনর দিনের পর তিন দিন তিন রাত হায়েয ধরিবে। আর মধ্যকার দিন পাক থাকার সময়।

**১৪। মাসআলাঃ** যদি কোন মেয়েলোক এক দিন বা দুই দিন ঋতুস্রাব দেখিয়া পনর দিন পাক থাকে এবং আবার এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখে, তবে সে যে পনর দিন পাক রহিয়াছে তাহা তো পবিত্রতারই সময়, আর এদিক-ওদিক যে কয়দিন রক্ত দেখিয়াছে, উহাও হায়েয নহে বরং এস্তেহাযা।

**১৫। মাসআলাঃ** এক দিন, দুই দিন বা কয়েক দিন ঋতুস্রাব দেখা দিয়া যদি কয়েক দিন—পাঁচ দিন, সাত দিন বা দশ দিন, পনর দিনের কম রক্ত বন্ধ থাকিয়া আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে মাঝের রক্তের বন্ধের দিনগুলিকে পাক ধরা যাইবে না, সে দিনগুলিকেও স্রাবেরই দিন ধরিতে হইবে। অতএব, যে কয় দিন হায়েযের নিয়ম ছিল, সেই কয় দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী দিনগুলিকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। যেমন, একটি মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, চাঁদের পহেলা, দোস্‌রা এবং তেস্‌রা এই তিন দিন তাহার হায়েয আসিত। তারপর একমাসে এমন হইল যে, পহেলা তারিখে স্রাব দেখা দিয়া চৌদ্দ দিন রক্ত বন্ধ থাকিল, ষোল তারিখে আবার রক্ত দেখা দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে মনে করিতে হইবে যেন, ষোল দিনই রক্তস্রাব অনবরত জারী রহিয়াছে। এই ষোল দিনের মধ্য হইতে প্রথম তিন দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী তের দিনকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। (অতএব, প্রথম তারিখে রক্ত দেখা দিলে নামায পড়া বন্ধ করিতে হইবে। পরে যখন দুই এক দিন পর রক্ত বন্ধ হইল, তখন গোছল করিয়া নামায পড়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং ঐ এক দুই দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন আবার ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিল এবং সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, প্রথমের তিন দিন হায়েয ছিল, পরের তের দিন এস্তেহাযা ছিল, তখন জানা গেল যে, প্রথম তিন দিন নামায মা'ফ ছিল, সেই কয় দিনের নামাযের ক্বাযা পড়ার দরকার নাই। তার পরের নামাযগুলি যদি গোছল করিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায হইয়া গিয়াছে। আর যদি গোছল না করিয়া থাকে, তবে সেই কয় দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিয়াছে, তখন রক্ত দেখা সত্ত্বেও গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। কারণ উহা হায়েযের রক্ত নহে—এস্তেহাযার রক্ত, এই মেয়েলোকটির যদি ৪/৫/৬ তারিখে (এই তিন দিন) হায়েয আসার নিয়ম ছিল, তবে ৪/৫/৬ এই তিন দিন তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। (যদিও এই তিন দিন রক্ত না দেখা গিয়া থাকে) আর প্রথম তিন দিন এবং পরে ১০ দিন এস্তেহাযা ধরিবে। আর যদি কোনই নিয়ম না থাকিয়া থাকে বরং প্রথম বারেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে প্রথম দশ দিনকে হায়েয এবং পরের ছয় দিনকে এস্তেহাযা ধরা হইবে।

**১৬। মাসআলা ঃ** গর্ভাবস্থায় যদি কোন কারণবশতঃ রক্তস্রাব দেখা দেয়, তবে সেই রক্তকে হায়েয বলা যাইবে না, যে কয়েক দিনই হউক উহা এস্তেহাযা।

**১৭। মাসআলা ঃ** প্রসবের সময় বাচ্চা পয়দা হইবার পূর্বে যদি রক্তস্রাব হয় উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চার বেশী অর্ধেক বাহিরে না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে রক্ত দেখা দিবে, তাহাকে এস্তোহাযাই বলিতে হইবে।

## হায়েযের আহ্‌কাম

**১। মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে ফরয, নফল কোন রকম নামায পড়া দুরুস্ত নহে এবং রোযা রাখাও দুরুস্ত নহে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে যত ওয়াক্ত নামায আসে সব মা'ফ হইয়া যায়, তাহার আর ক্বাযাও করিতে হয় না। কিন্তু যে কয়টি রোযা ছুটিয়া যায়, পরে তাহার ক্বাযা করিতে হয়।

**২। মাসআলা ঃ** তবে ওয়াক্তের ফরয নামাযের মধ্যেই যদি হায়েয আসিয়া পড়ে, ঐ নামায মা'ফ হইয়া যাইবে। পাক হওয়ার পর ক্বাযা করিতে হইবে না। অবশ্য যদি নফল বা সুন্নত নামাযের মধ্যে হায়েয আসে, তবে সে নামাযের পুনরায় ক্বাযা পড়িতে হইবে। এইরূপে রোযার মধ্যে যদি হায়েয আসে, এমন কি যদি মাত্র সামান্য বেলা থাকিতেও হায়েয আসে, তবুও সে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে নফল রোযারও ক্বাযা করিতে হইবে।

**৩। মাসআলা ঃ** ওয়াক্তের নামায এখনও পড়ে নাই, কিন্তু নামায পড়িবার মত ওয়াক্ত এখনও আছে, এমন সময় যদি হায়েয দেখা যায়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে।

**৪। মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম জায়েয নহে; কিন্তু এক সঙ্গে খাওয়া, বসা, পাক করা, এক বিছানায় শয়ন (চুম্বন ও আলিঙ্গন করা) জায়েয আছে। (হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে যে পাপ হয়, তাহা হইবে আত্মরক্ষা করিবার মত সংযম যদি স্বামীর না থাকে, তবে তাহার চুম্বন ও আলিঙ্গন করাও উচিত নহে।)

**৫। মাসআলা ঃ** একজন মেয়েলোকের পাঁচ দিন বা নয় দিন হায়েয থাকার নিয়ম ছিল। নিয়ম মত ঋতুস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্রই তাহার উপর গোছল করা ফরয হইবে। গোছল করার পূর্বে সহবাস জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ গোছল করিতে না পারে এবং এত পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার যিম্মায় ফরয হইয়া পড়ে, তখন সহবাস জায়েয হইবে, ইহার পূর্বে নহে।

**৬। মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোকের পাঁচদিন হায়েয আসার নিয়ম আছে, তাহার যদি এক মাসে চারি দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্র গোছল করিয়া নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচ দিন পুরা না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয হইবে না। কেননা, হয়ত আবার রক্ত দেখা দিতে পারে।

**৭। মাসআলা ঃ** যদি দশ দিন পুরা ঋতুস্রাব হইয়া হায়েয বন্ধ হয়, তবে গোছলের পূর্বেও সহবাস করা জায়েয হইবে।

**৮। মাসআলা ঃ** যদি এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে গোছল করা ফরয নহে, ওযূ করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু সহবাস করা জায়েয হইবে না। তারপর যদি পনর দিন পাক থাকার আগে আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা হায়েযের রক্ত ছিল।

অতএব, হায়েযের কয়দিন বাদ দিয়া এখন গোছল করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি পুরা পনর দিন পাক থাকিয়া থাকে, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা এস্তেহাযার রক্ত ছিল। অতএব, এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখার কারণে যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়ে নাই, তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের তিন দিন হায়েয আসার নিয়ম ছিল। এক মাসে তাহার এইরূপ অবস্থা হইলে যে, তিন দিন পুরা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হইল না। এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার তখন গোছলও করিতে হইবে না, নামাযও পড়িতে পারিবে না। যদি পুরা দশ দিনের মাথায়, অথবা তার চেয়ে কমে রক্ত বন্ধ হয়, তবে এইসব কয় দিনের নামায মা'ফ থাকিবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না। মনে করিতে হইবে যে, নিয়মের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অতএব, এই কয় দিনই হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিনের পরও রক্ত জারী থাকে, তবে এখন বুঝা যাইবে যে, হায়েয মাত্র তিন দিন ছিল, বাকী সব এস্তেহাযা ছিল। অতএব দশ দিন শেষ হওয়ার পর গোছল করিবে এবং রক্ত জারী থাকা সত্ত্বেও নামায পড়িবে এবং গত সাত দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি দশ দিনের কম হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, যদি তৎক্ষণাৎ খুব তাড়াতাড়ি গোছল করে, তবে এতটুকু সময় পাইতে পারে যে, নিয়্যত করিয়া শুধু "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে, এর চেয়ে বেশী সময় নাই, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায তাহার উপর ওয়াজিব এবং ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু সময়ও না পায় যে, গোছল করিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিতে পারে, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** আর যদি পূর্ণ দশ দিনে হায়েযের রক্ত বন্ধ হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, গোছল করার সময় নাই, মাত্র একবার "আল্লাহু আকবর" বলার সময় আছে, তবুও ঐ ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফে দিনের বেলায় যদি হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গোছল করিবে এবং নামাযের ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে এবং যদিও এই দিনের রোযা তাহার হইবে না কিন্তু অবশিষ্ট দিনে তাহার জন্য কিছুই খাওয়া-পেওয়া দুরুস্ত হইবে না, অন্যান্য রোযাদারের মত তাহারও এফ্‌তারের সময় পর্যন্ত না খাইয়া থাকা ওয়াজিব হইবে। পরে কিন্তু এই দিনেরও ক্বাযা রোযা রাখিতে হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** যদি পূর্ণ দশ দিন হায়েয আসার পর রাত্রে পাক হয়, তবে যদি এতটুকু রাত বাকী থাকে যে, তাহাতে একবার "আল্লাহু আকবরও" বলিতে পারে না, তবুও সকালে রোযা ওয়াজিব হইবে। আর যদি দশ দিনের কম হায়েয আসে এবং এতটুকু রাত্র বাকী থাকে যে, তৎক্ষণাৎ গোছল করিতে পারে কিন্তু গোছলের পর একবারও "আল্লাহু আকবর" বলিতে পারে না, তবুও সকাল হইতে রোযা ওয়াজিব হইবে। এমতাবস্থায় গোছল না করিলেও রোযার নিয়্যত করিবে। রোযা ছাড়িবে না, সকালে গোছল করিবে। আর যদি রাত্র ইহা হইতে কম থাকে যে, গোছলও করিতে পারে না, তবে সকালে রোযা রাখা জায়েয নহে। কিন্তু দিনে কোনকিছু পানাহার করাও দুরুস্ত নাই বরং দিনে রোযাদারের মত থাকিবে, পরে উহার ক্বাযা রাখিবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** ছিদ্রের বাহিরে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা যাইবে না। অতএব, যদি কোন মেয়েলোক ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া রক্তকে ছিদ্রের